এ কে খান

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণিকা

এ কে খান

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণিকা

A K KHAN

First Death Anniversary
Commemorative Publication

হেলাল হুমায়ুন
সম্পাদিত

www.pathagar.com

এ কে খান

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণিকা

সম্পাদকঃ
হেলাল হুমায়ুন

সম্পাদনা সহযোগী
নূর মোহাম্মদ রফিক

প্রকাশক
এ, কে, খান স্মৃতি পরিষদ
৮, নবাব সিরাজুদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ২০৯৮৫৩/২২১৫৮৮/২২৩২৩৯

প্রকাশকাল
৩১ শে মার্চ, ১৯৯২ ইং

প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
প্রিজম
১০১, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

কম্পিউটার কম্পোজ
ডট ফাইভ
১০১, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য
৩০.০০ টাকা মাত্র

A K KHAN: First Death Anniversary Commemorative Publication.
Edited by HELAL HUMAYUN
Published by A K KHAN SMRITI PARISHAD
8, Nawab Sirajuddowla Road, Chittagong.
Phone no: 209853/221588/223239
Produced by: PRISM. 101, Momin Road, Chittagong.
Price-30.00 Only

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
এ কে খান স্মৃতি পরিষদের কিছু কথা
সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী- গ্রন্থনাঃ অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ
নাগরিক স্মরণ সভাঃ
এ কে খানের মরনোত্তর মূল্যায়ন- গ্রন্থনাঃ নূর মোহাম্মদ রফিক
বক্তৃতা মালাঃ
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী
জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম
এ, এম, জহির উদ্দিন খান
অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী
এ, জেড, এম, এনায়েতুল্লাহ খান
গিয়াস কামাল চৌধুরী
ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী
অধ্যক্ষ এ.এ. রেজাউল করিম চৌধুরী
ডাঃ এ,এফ,এম, ইউসুফ
আজিজুর রহমান
ছৈয়দ আহমদুল হক
এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মীর্জা
এডভোকেট আহমদ হোসেন
সালাউদ্দিন কাসেম খান
হেলাল হুমায়ুন
এডভোকেট বদিউল আলম
প্রবন্ধমালাঃ
এক সৎ সুন্দর সাহসী মানুষের
পোর্টেটঃ এ কে খান- অতীক ওসমান
একান্ত অনুভবে- এম. এস. আলম
চিত্রে এ কে খান নাগরিক স্মরণ সভা
এ. কে. খান স্মারক গ্রন্থ সমালোচনাঃ
এ. কে. খানঃ এক অনন্য
আধুনিকের স্মরণ- মাহমুদ শাহ কোরেশী
Telling Tributes-Dr. Shabbir Ahmed
বই আলোচনা -শাহাবুদ্দিন নাগরী
স্মরণের আবরণে- কাজী মহিউদ্দিন আহমদ
এ. কে. খান-পূর্ব দিগন্ত
এ. কে. খান স্মৃতি পরিষদ

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

'এ, কে খানঃ প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণিকা' মূলতঃ দেশের খ্যাতিমান কিছু ব্যক্তিত্ব যাঁদের মধ্যে রয়েছে আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, শিল্পপতি, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক——— তাঁদেরই মূল্যবান ভাষণের একত্র সন্নিবেশ। গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ ইং-তে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে আয়োজিত এ, কে, খান নাগরিক স্মরণ সভায় এসব বিদগ্ধ

www.pathagar.com

জনেরা মরহুম এ কে খানের স্মরণে দীর্ঘ সময় ধরে মুল্যবান আলোচনা করেছিলেন। সুধী আলোচক বর্গের সমৃদ্ধ সে আলোচনায় কেবল মাত্র মরহুম এ, কে, খানের জীবনের বিভিন্ন দিকই আলোচিত হযনি, প্রাসঙ্গিক অপরাপর বিষযও উঠে এসেছে তাতে, যা জাতির জন্যে যুগপৎ সতর্ককারী ও কল্যাণকর। যেসব কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সতর্ক সচেতন করে উজ্জ্বল আলোর দিকে এগিয়ে নিতে নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে।

আলোচনা,——— তা যতই ঋদ্ধ হোকনা কেন, যদি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণে উদ্যোগ না নেয়া হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তা মুল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। শ্রোতৃবর্গকে ক্ষণকালের জন্যেই মাত্র তা ধরে রাখতে পারে। স্থায়ীভাবে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা তাতে খুবই অল্প। বিশেষতঃ সেদিনের স্মরণ সভায় এমন উঁচুমানের আলোচকদের একত্র সমাবেশ সব সময় ঘটেনা। এসব বিবেচনার প্রেক্ষিতেই সেদিনের অনুষ্ঠানের বক্তব্য টেপে ধারণ করে বর্তমান স্মরণিকায় রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেদিনের স্মরণ সভায় 'এ, কে, খান স্মরকগ্রন্থ'নামে ৩ শতাধিক পৃষ্ঠার একটি পুস্তকও প্রকাশ করা হয়েছিল। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটির বিস্তৃত যে আলোচনা প্রকাশিত হয় তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেসব আলোচনাও এই স্মরণিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মরহুম এ, কে, খানের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এবং তাঁর সম্পর্কে নূতন আরো দুটি লেখাও স্মরণিকায় সংকলিত হয়েছে।

সে দিনের অনুষ্ঠানের আলোচকবৃন্দের কাছে পুর্বাহ্নে সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েই বলছি, স্মরণিকার অবয়ব সীমিত পরিসরের মধ্যে রাখার লক্ষ্যে এর কিছু বক্তৃতা আমাদেরকে কাটছাঁট করতে হয়েছে। বিশেষতঃ ইংরেজী বক্তব্য এবং পুনরোক্তিতে। তবে বক্তব্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার ব্যাপারে আমাদের যত্নের অভাব ছিলনা। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে টেপে ধারণকৃত বক্তৃতার মাঝে মাঝে অস্পষ্ট শব্দ ও অসম্পূর্ণ বাক্য স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়েছে।

স্মরণিকাটি সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহায়তা দানকারী মরহুম এ, কে, খানের অন্যতম সন্তান জনাব সালাহ উদ্দিন কাশেম খান, সাংবাদিক জনাব নুর মোহাম্মদ রফিক, অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ ও কবি অভীক ওসমানসহ অন্যান্যদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ তাড়াহুড়ার কারণে স্মরণিকায় যদি মুদ্রণ ও তথ্যগত কোনও ভুল ত্রুটি থাকে, আশা করি পাঠক সাধারণ তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন। প্রকাশিত স্মরণিকাটিতে যদি মরহুম এ, কে, খানের কিছু মাত্র মুল্যায়নও হয়ে থাকে এবং তা যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গঠনমুলক উন্নত চিন্তা চেতনার সহায়ক হয় তাহলে পরিশ্রম সার্থক মনে হবে।

www.pathagar.com

এ কে খান স্মৃতি পরিষদের কিছু কথা

দেশের অগ্রণী শিল্প উদ্যোক্তা, চট্টলার কৃতী সন্তান, তৎকালীন পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী মরহুম এ, কে, খান দেশ ও জাতির এমন এক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কেবলমাত্র বাৎসরিক স্মরণ সভার মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ রেখে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে মনে করলে তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন হবেনা। মরহুমের নাগরিক স্মরণ সভাতেও এ বিষয়ে বক্তারা সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রস্তাব করেছিলেন যে এ, কে, খানের একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক, যা কেবল বার্ষিক স্মরণ অনুষ্ঠানেরই আয়োজন

www.pathagar.com

করবেনা, মরহুমের স্মৃতি রক্ষা মূলক বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব- যেমন, তাঁর স্মরণে মাঝে মধ্যে সভা-সেমিনার, তাঁকে নিয়ে গবেষণা, তাঁর সম্পর্কিত প্রকাশনা ইত্যাদি বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকবে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১লা মার্চ, রবিবার নাগরিক স্মরণ সভা কমিটির এক বিশেষ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'এ, কে, খান স্মৃতি পরিষদ' নামকরণ করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া তাতে ২৬ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পর্যদও রাখা হয়।

সেইদিনের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচী সহকারে মরহুম এ, কে, খানের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী পালনের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া পরিষদের উদ্যোগে মরহুমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে শতাধিক পৃষ্ঠার কম্পিউটার কম্পোজ অফসেট প্রিন্ট সুশোভন একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ বীরবিক্রম এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এ, এম, জহির উদ্দিন খান সহ ঢাকা থেকে আগত মেহমান বৃন্দ যাঁরা শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন- তাঁদের সকলকেই স্মৃতি পরিষদের পক্ষে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অনুরূপ কৃতজ্ঞতা রইল স্থানীয় নেতৃবর্গ ও উপস্থিত সুধী মণ্ডলীর প্রতিও।

এ ছাড়া, স্মরণিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে আমাদের সাহায্য সহায়তা দান করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মরহুম এ, কে, খানের অন্যতম সন্তান জনাব সালাহ উদ্দিন কাসেম খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব নূর মোহাম্মদ রফিক, অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ, কবি অভীক ওসমান প্রমুখ।

সভানুষ্ঠান ও প্রকাশিত স্মরণিকায় তাড়াহুড়ার মধ্যে যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকে, একান্তভাবেই তা আমাদের অনিচ্ছাকৃত। আশা করি তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সকলে।

মরহুম এ, কে, খানের আজকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

এডভোকেট বদিউল আলম
সভাপতি

হেলাল হুমায়ুন
সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

এ, কে, খানের জীবনপঞ্জী

জনাব এ, কে, খান এদেশের শিল্পায়নে একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব এবং একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক।

জন্মঃ ৫ই এপ্রিল, ১৯০৫।

জন্মস্থানঃ গ্রাম–মোহরা, থানা (উপজেলা)–পাঁচলাইশ (বর্তমান চান্দগাঁও), চট্টগ্রাম।

পিতা–মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ খান
মাতা–মরহুমা ওয়াহাবুন্নিসা চৌধুরাণী
দাদা–মরহুম জান আলী খান চৌধুরী

পরিবারঃ একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ের মন্ত্রী শমশের খানের পুত্র বিরাট প্রতিপত্তিশালী হামজা খানের ভাই শেরবাজ খানের যোগ্য উত্তর পুরুষ হলেন জনাব এ. কে. খান। তাঁর পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের সাবরেজিস্টার, শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও পরহেজগার।

শিক্ষাঃ ফতেয়াবাদ হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ, চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার এবং মহসিন বৃত্তি লাভ। ১৯২৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. (অনার্স)–ডিগ্রী লাভ। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ। পরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙ্গালী মুসলমান পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হন এবং প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে স্থান লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ

পেশা ও চাকুরীঃ শিক্ষাজীবন সমাপন শেষে প্রথমে কিছু দিন কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের জুনিয়র হিসেবে শিক্ষানবিশী। সিভিল সার্ভিস (বিচার বিভাগীয়) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৫ সালে মুন্সেফ হিসেবে চাকুরী গ্রহণ। ১৯৪৪ সালে এ চাকুরীতে ইস্তফা দান। বরিশালে মুন্সেফ থাকাকালে এক মকদ্দমায় জনৈক উচ্চ পদস্থ শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তাকে শাস্তিদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন।

বিবাহঃ ১৯৩৫ সালে বার্মায় অবস্থানকারী প্রতিপত্তিশালী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও তৎকালীন বিখ্যাত বেঙ্গল বার্মা স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর মালিক জনাব আব্দুল বারী চৌধুরীর কন্যা শামসুন্নাহার বেগমের সাথে রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে বিবাহ। পাঁচ পুত্র, চার কন্যা। শ্বশুরবাড়ী ফটিকছড়ি থানার দৌলতপুর গ্রাম। স্ত্রীর মৃত্যুঃ ২৮ শে জানুয়ারী, ১৯৯১।

রাজনীতিঃ মুসলমানদের জন্য আলাদা স্বাধীন আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, এজন্য বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ এবং ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান। তৎকালে চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি এবং প্রাদেশিক

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ কাউন্সিলের কার্যকরী কমিটির সদস্য। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনসের (পি,আই,এ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে ভারতীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত, তবে কায়েদে আজমের নির্দেশে তাতে যোগদান থেকে বিরত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আইন সভার সদস্য হন। ১৯৫৮ সালে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের মন্ত্রী সভায় যোগদান এবং শিল্প, পূর্ত, সেচ, বিদ্যুৎ ও খনিজ বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ১৯৬২ সালে পদত্যাগ। ১৯৬২ সালের সংবিধান রচনা ও মুল্যায়নে অবদান রয়েছে। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্য। বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময়ে পাক-ভারতের মধ্যে সিন্ধু পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদন। শিল্পমন্ত্রী হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বস্ত্র ও পাট শিল্পের দ্রুত প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ এবং দেশের দু'অংশের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াস। এখানে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা, কর্ণফুলী রেয়ন মিল স্থাপন। পশ্চিম পাকিস্তানেও অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা। দেশের প্রতি জেলায় শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় পুঁজি ও শ্রমিক আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে গুরুত্বারোপ। তৎকালীন সরকারের বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার।

মন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তান শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ও পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপিত।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সঙ্কট নিরসনে রাজনৈতিক সমাধানের আশায় এয়ার মার্শাল আসগর খানের তেহরিকে ইশতেকলাল পার্টিতে যোগদান। ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর অত্যাচারের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দান। চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বহির্বিশ্বের উদ্দেশ্যে পাঠের জন্য ইংরেজীতে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রণয়ন করেন যা মেজর জিয়ার (শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া) কণ্ঠে ঘোষিত হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে দেশত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা প্রদান।

শিল্প-বাণিজ্যঃ এদেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ। প্রথম ব্যবসার ক্ষেত্রে শ্বশুরের সহযোগিতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বার্মাগামী আরাকান রোডের অংশ বিশেষ নির্মাণই তাঁর প্রথম ব্যবসাগত উদ্যোগ।

বৃটিশ আমলে পূর্ববঙ্গ শিল্প-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত এবং কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান আমলে অবাঙ্গালীদের হাতে শিল্প কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এ অবস্থায় এ.
কে. খান এদেশের শিল্পায়নে প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে তার প্রথম কারখানা 'এ. কে. খান ম্যাচ ফ্যাক্টরী' স্থাপন। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য শিল্প স্থাপন। ষাট দশকের দিকে তাঁর অন্যতম বড় শিল্প 'চট্টগ্রাম টেক্সটাইল মিলস' প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

১. এ. কে. খান ম্যাচ কোঃ লিঃ
২. এ. কে. খান প্লাইউড কোঃ লিঃ
৩. এ. কে. লেদার এ্যান্ড সিনথেটিক্স লিঃ
৪. চট্টগ্রাম টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৫. এ. কে. খান জুট মিলস লিঃ
৬. এ. কে. ডকিং এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ
৭. খান-এলিন কর্পোরেশন লিঃ
৮. বেঙ্গল ফিশারিজ লিঃ
৯. এস. টি. এম. লিঃ (স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস)
১০. টোটাল থ্রেড (বিডি) লিঃ
১১. পাকিস্তান-স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী

তাঁর শিল্প-কারখানায় শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক আদর্শ স্থানীয়। শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণের জন্য শিল্প শ্রমিকদের শেয়ার প্রদানের তিনি পক্ষপাতী। বিশেষতঃ তিনি শিল্পোদ্যোক্তা, শ্রমিক ও অর্থ যোগানদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ত্রিমুখী অংশীদারিত্বের কথা বিবেচনা করতেন। বাঙ্গালী মালিকানাধীন প্রথম ব্যাঙ্ক ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক (বর্তমান পূবালী ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা।

সমাজসেবাঃ বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। রোটারী ক্লাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতি, চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি। এ প্রতিষ্ঠানই পাহাড়তলীতে চট্টগ্রাম চক্ষু চিকিৎসা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে। তিনি সমাজসেবা, বিশেষতঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে সেবার জন্য এ. কে. খান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের প্রথম সাইন্টিফিক কমিশনের সভাপতি। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের লভ্যাংশের ৩০ শতাংশ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ওয়াকফ করে গেছেন। চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনে সহযোগিতা। চট্টগ্রামে আর্ট গ্যালারী স্থাপনে সহযোগিতা দান।

চরিত্রঃ এ. কে. খান ছিলেন সৎ ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিক, রুচি বোধ সম্পন্ন, পরিশ্রমী ও মৃদুভাষী। খুব মাতৃ-পিতৃভক্ত। আল্লার উপর বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল ছিল গভীর। এজন্য হতাশা তাঁকে স্পর্শ করেনি, ভালো কাজে উদ্যোগী ছিলেন। ।অবসর কাটতো জ্ঞানচর্চা ও বাগান পরিচর্যায়। নিজস্ব এক পারিবারিক লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। আর একটি সখের বাগান ছিল। শিল্প ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। শিল্পকলা ও স্থাপত্যে আগ্রহী।

ইন্তেকালঃ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯১

গ্রন্থনাঃ অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

নাগরিক স্মরণ সভায় সুধীবৃন্দঃ
এ, কে, খানের মরণোত্তর মুল্যায়ন

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।---- এই মহাজন বাক্যের সার্থক জীবন্ত প্রতীক হচ্ছেন মরহুম এ, কে, খান। তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রম ধর্মী ও আদর্শ শিল্পপতি। তাঁর মতো আরো কয়েকজন শিল্পোদ্যোক্তা থাকলে আমাদের দুর্দশা অনেকটা লাঘব হতো। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, সৎসাহস, সচ্চরিত্র, কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁকে বাংলাদেশের শিল্পায়নে পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা জাতির জন্যে অনুকরণীয়। তিনি শুধু চট্টগ্রামের নন, সমগ্র বাংলাদেশেরই কৃতি সন্তান। তিনি এদেশের শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি, সামাজিক তথা সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অথচ, স্বাধীনতা উত্তর কালে তাঁর সঠিক মুল্যায়ন হযনি। বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে এ, কে, খানের মতো মহান পথিকৃতের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের শিল্প ও অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় আমাদের সকলকেই ব্রতী হতে হবে।

আবেগ উচ্ছাস, দুঃখ-হতাশা আর আশাবাদী এই এতসব কথা উচ্চরিত হয়েছে একে খান নাগরিক স্মরণ সভায় ঢাকা ও রাজশাহী থেকে আগত অতিথিবৃন্দ ও স্থানীয় সুধী আলোচকবৃন্দের কণ্ঠে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ রোববার বিকেলে

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে ৫ ঘন্টা স্থায়ী এই স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কে খান নাগরিক স্মরণ সভা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহবায়ক এডভোকেট আলহাজ্ব বদিউল আলম। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, সাবেক রাষ্ট্রদূত সাংবাদিক এ, জেড, এম,. এনায়েত উল্লাহ খান, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডাঃ এ, এফ, এম, ইউছুফ, প্রবীণ রাজনীতিবিদ সাবেক এম–পি জনাব আজিজুর রহমান, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও গবেষক সৈয়দ আহমদুল হক, বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মীর্জা, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি (সাবেক) এডভোকেট আহমদ হোসেন ও মরহুম এ, কে, খানের অন্যতম সন্তান জনাব সালাউদ্দিন কাসেম খান। ধন্যবাদ জানিয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন মরহুমের জ্যেষ্ঠ সন্তান (বর্তমান পরিকল্পনা মন্ত্রী) জনাব এ. এম, জহির উদ্দিন খান।

পূর্বাহ্নে নাগরিক স্মরণ সভা কমিটির পক্ষে সদস্য সচিব জনাব হেলাল হুমায়ুন স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সভার প্রস্তাবাবলী পাঠ করেন সাংবাদিক জনাব নুর মোহাম্মদ রফিক। পবিত্র কোরআন পাঠের মাধ্যমে সভা আরম্ভ হয়। জনাব মোস্তফা মনির উদ্দিন ও মোস্তাক খোন্দকার যথাক্রমে কোরআন তেলাওয়াত ও তরজমা করেন।

সভাশেষে মরহুম এ, কে, খানের রূহের মাগফেরাত এবং জাতীয় সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করেন মৌলানা হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন এডভোকেট সাইফুদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সদস্য সচিব জনাব হেলাল হুমায়ুন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি বর্গের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত এ, কে, খান স্মারক গ্রন্থটি প্রদান করেন।

অভূত পূর্ব এই স্মরণ সভায় স্বতঃস্ফূর্ত বিপুল ব্যক্তিবৃন্দের সমাবেশ ঘটে। গোটা হলটিতে আর তিল ধারণের জায়গা ও ছিলনা।

সভায় শিক্ষা, সাংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য ও সমাজ সেবার স্বীকৃতি হিসাবে বাটালী রোডকে এ, কে, খান সড়ক নামকরণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাঁর নামে একটি পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব পাশ হয়।

স্মরণ সভা উপলক্ষে মরহুম এ কে খানের একটি তথ্য সমৃদ্ধ 'স্মরকগ্রন্থ' প্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থনাঃ নুর মোহাম্মদ রফিক

www.pathagar.com

বক্তৃতামালা

বিচারপতি জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী

ইনষ্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস এ্যাণ্ড লিগ্যাল এফেয়ারস-এর চেয়ারম্যান, লিবার্টি ফোরামের কনভেনার।

আজকে যে মহান আত্মার স্মরণে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সেই স্মরণ সভায় আমাকে শরীক হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই উদ্যোক্তাদের এবং আমার চট্টগ্রামবাসী ভাই বোনদের।

www.pathagar.com

আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ছে–যেটা একদম ছেলে বেলায় যখন আমরা মুখস্থ পড়তাম–সে ছোট্ট দু'লাইন কবিতা হচ্ছে, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে____

কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

মরহুম এ, কে, খান সাহেব ছিলেন তার জীবন্ত প্রতীক। মরহুম এ, কে, খান সাহেবকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয় যখন আমি বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্র। উনি তখন মুন্সেফ হয়ে গোটা বছর দু'য়েক বরিশালে কার্যরত ছিলেন। প্রথমে এই যে সুপুরুষ ব্যক্তিটি বেশী আকর্ষণ করতো শুধু তাঁর সৌম্য কান্তি নয়, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আমার মনে আছে, বহুবার তাঁকে দেখবার, তাঁর বাসায় যাবার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার মরহুম ওয়ালেদ সাহেবের কাছে উনি প্রায়ই আসতেন। আজ এই বইটা পড়তে পড়তে আমি দেখলাম তিনটা জায়গায়–যদিও তাঁর সঙ্গে আমার কোন তুলনা চলে না। তিনি অনেক উপরে ছিলেন, অনেক উচু মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনটে জায়গায় আমি মিল খুঁজে পেয়েছি। সে তিনটে জায়গা হলো মরহুম এ, কে, খান সাহেবের ওয়ালেদ সাহেবের নাম আর আমার ওয়ালেদ সাহেবের নাম এক। দ্বিতীয়, আমরা উভয়েই কলিকাতা কলেজের থেকে গ্রাজুয়েট। উনি ১৯২৯ সালে, আমি ১৯৪৬ সালে। আর তৃতীয় হলো, তিনিও আইনজীবী হিসেবে জীবন শুরু করেন। আর আমি শুধু আইনজীবী হিসেবে জীবন শুরু করিনি, আমি এখনো আইনের পরিমন্ডলেই বাস করছি। এই তিনটি দিকে আমি আমাদের মধ্যে একটা মিলনের সূত্র খুঁজে পেয়েছি।

পরবর্তী জীবনে উনার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ হয়নি এবং আমরা দুই জনে দুই ভিন্ন জগতে বাস করতাম। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে জানতাম, শুনতাম। বিশেষ করে একবার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে একজন পাকিস্তানী, যিনি এ, কে, খানের মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন। এ, কে, খান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি এমন এক মন্ত্রী যাঁকে নিয়ে গর্ব করা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তাঁর চেহারা এবং ব্যক্তিত্বের জন্যেই কি এ কথা বলছেন। তিনি বললেন, না, তাঁর লেখাপড়া অসামান্য এবং যে নোট উনি লিখতেন সেগুলো পড়বার মতো এবং শিখে রাখার মতো। ইংরেজীতে তাঁর যে রকম অসম্ভব দখল ছিল লেখা ও বলাতে সেই লোক তাঁর মেধা, পরিচয়, স্বীকৃতি--জীবনে যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিক্ষা জীবনেই বলুন, তাঁর শিল্প জীবনেই বলুন, রাজনৈতিক জীবনেই বলুন, সামাজিক জীবনেই বলুন। তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর তিনি সর্বক্ষেত্রেই অবিস্মরণীয়ভাবে সেগুলো রেখে গেছেন, সেগুলো চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্পপতি নাম শুনলে আমাদের অনেকের মনে অনেক প্রশ্নের অবতারণা হয়। মনে

www.pathagar.com

হয়, উনি ব্যাঙ্কের বড় একজন ডিফলটার, না হয় উনি কালো টাকার বিরাট এক মালিক। কিন্তু ইনি এমন একজন শিল্পপতি, যিনি এক ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপতির আদর্শ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমার মনে হয় মরহুম এ, কে, খানের মতো আর দ্বিতীয় একজন শিল্পপতি যদি এখানে গড়ে উঠতো, তাহলে আমাদের এতো দুর্দশা, এতো লজ্জা আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘোরা--এটা বোধ হয় আমাদের প্রয়োজন হতো না।

আপনারা জানেন, ১৯৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ হয়, তখন একটা শিল্প কারখানা আমাদের ভাগে পড়েনি। সে স্থলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশে যে শিল্পোন্নতি হয়েছিল তাতে মরহুম এ, কে, খান সাহেবের অবদান অবিস্মরণীয় এবং অতুলনীয়। এই চিটাগাং শহরের কথাই ধরেন। ব্রিটিশ আমলে আমরা এটাকে বলতাম রেলওয়ে সিটি। আজকে এটাকে কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল অর বিজিনেস ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ বলে মনে হয়। এর পেছনে যদি হিসাব করে দেখেন এই এক ব্যক্তির অবদানই বেশী, আর তিনি হচ্ছেন মরহুম এ, কে, খান। মোট কথা, যেখানে যেক্ষেত্রেই তিনি হাত রেখেছেন, তাতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন।

মরহুম এ, কে, খান সম্পর্কে অনেক কথাই মনে আসে। সে সবের একটি মাত্র প্রসঙ্গ আমি তুলে ধরতে চাই, যা বরিশালে তার মুন্সেফের চাকুরীতে থাকাকালীন সময়ের ঘটনা। তা থেকেই আপনারা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতা এবং সৎসাহসের পরিচয় পাবেন। সেটা হচ্ছে ,শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁর একজন জমাদারকে বেদমভাবে পেটান। আমি সেই বরিশালবাসী জমাদারেরও সাহসের তারিফ করি এই জন্যে যে, সে এই মুন্সেফের আদালতে ওই পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করে দেয়। এবং তখনকার দিনে ওই শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সৎ সাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁর ক্ষতিপূরণের আবেদনটি তিনি মঞ্জুর করেছিলেন। এবং পুলিশ সুপারকে তিনি একটি দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন। বিচারক জীবনে তিনি কিরূপ ন্যায় পরায়ন ও কর্তব্য নিষ্ঠ ছিলেন, তা উপরোল্লিখিত ছোট্ট ঘটনাটি থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে।

তিনি শুধু চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান নন, তিনি সারা বাংলাদেশের একজন কৃতি সন্তান--যাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা প্রত্যক্ষ করে আমরাও গর্বিত। দেশের নূতন প্রজন্মের কাছে আমার একটা আবেদন, তোমরা এ, কে, খানের কাছে শিক্ষণীয় বহু বিষয় জানতে পারবে। তাঁর ন্যায় নিষ্ঠা, তাঁর কর্মনিষ্ঠা, তাঁর সততা, এগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে কেবল চট্টগ্রামে নয়, সারা বাংলাদেশেই আরো এ, কে, খানের জন্ম হবে এই আশা ও প্রত্যাশা রেখে এবং মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

ডাঃ নুরুল ইসলাম

জাতীয় অধ্যাপক

আমি একজন চিকিৎসক। সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, গবেষক কিংবা সাহিত্যিক নই। তবে তার জন্য আমার দুঃখ নেই । কয়েকটি কারণে। চিকিৎসক হিসেবে একজন রোগীকে শুধু রোগ নিয়ে আমরা দেখিনা। মানুষ হিসাবে দেখবার সুযোগ হয় বাহির থেকে, জানবার সুযোগ হয় ভিতর থেকে, আরো গভীর ভাবে জানবার সুযোগ হয় অনেক দিনের সংস্পর্শ থেকে। যাদের পরিচিতি থেকে সান্নিধ্য, সান্নিধ্য থেকে সম্প্রীতি, সম্প্রীতি থেকে সৌহার্দ্য আমার হয়েছে, এবং শুধু চট্টগ্রামে নয়, বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে যে কজন কৃতি সন্তানের সামনে যাবার আমার সুযোগ হয়েছে, জানবার এবং বুঝবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে একজন মরহুম এ কে খান। চাকুরী জীবনে অধ্যাপক হিসাবে চট্টগ্রামে আমার প্রথম পদক্ষেপ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে ১৯৬২ সালে।

www.pathagar.com

মরহুম এ কে খান সম্পর্কে শুনবার অনেক সুযোগ আমার হয়েছিল, কলকাতা থেকে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হিসেবে। তবে তাঁকে জানবার এবং কাছ থেকে কথা বলবার প্রথম সুযোগ হয় ১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে। ডাঃ ইউসুফ তখন তাদের পরিবারিক চিকিৎসক। আমি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। প্রথম ডাক পড়ে তাঁর মা-বাবার চিকিৎসার জন্যে। তখন দেখেছি সেই বাটালী হিলের গোড়ায় ছোট্ট এক সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তাঁর মা-বাপ কি সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাতেন এবং তাঁদের সেবার জন্যে তাঁর কত আন্তরিকতা ছিল। চিকিৎসক হিসেবে ডাক পড়লে এধরণের লোক সাধারণতঃ থাকেনা। কিন্তু তাঁকে দেখিনি এমন অবস্থায় তাঁর মা বাবার চিকিৎসার সুযোগ আমার হয়নি।

তার মা বাবার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে তাঁর জীবনালেখ্যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাঁর জীবন্ত স্বাক্ষর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি দেখেছি, কিভাবে তাদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। এটা আমাদের সকলেরই জানা উচিৎ, অনুকরণ করা উচিৎ। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন এ সম্পর্কটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। এই সমস্ত মহা পুরুষের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দুটো জিনিষ জানা উচিৎ। কি করা উচিৎ এবং কি করলে কি হয়। মা ও বাপের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা মানুষের জীবনে কিরকর্ম প্রগতি নিয়া আসে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনাব এ কে খান।

সেই পাহাড়ের মাঝপথ থেকে যখন উপরে উঠি প্রথমবার, যে সুন্দর অট্টলিকা চোখে পড়ে, শুধু বাইর থেকে সুন্দর নয়, ভেতরের যে পরিচ্ছন্নতা, সে সময় আমি খুব কম লোকের বাড়ীতে দেখেছি। সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন সবকিছু, জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ কে খান রেখে গেছেন। তাঁর পোষাক, তাঁর চালচলন, তাঁর কথা বার্তা, তাঁর জীবন যাপন, তাঁর কর্ম-পদ্ধতি সব কিছুতেই তিনি প্রমাণ রেখে গেছেন পরিচ্ছন্নতার। মানুষের জীবনে কি রকম প্রগতি নিয়ে আসে, মানুষকে কিভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে সুযোগ দেয়, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে সম্পূণ মুক্ত হয়। আজকের এই স্মরণ সভায় আমরা তাঁর স্তুতির কিছু বাক্য বলতে এসেছি। তাঁকে স্মরণ করতে এসেছি। এই স্মরণকালে যদি সত্য কথাটি সকলের সামনে তুলে ধরি, তাহলে যে কথাটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, তিনি ছিলেন সুপুরুষ। শুধু চেহারায় নয়, কর্মকান্ডে। জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি পদক্ষেপে।

আজকে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখবেন দেশের প্রতি তাঁর দরদ, রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর পরিচ্ছন্নতা এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে তাঁর অবদান, তৎকালীন ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রপতির প্রতি তাঁর দুর্বলতা না সবলতা মনের জোর সব কিছুই প্রকাশ পাবে তাঁর বক্তব্যে। আমি অভিনন্দন জানাই তাঁদেরকে, যাঁরা বইটি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার দুঃখ হয়, বইটিতে আমার লেখা সম্ভব হয়নি। একজন রোগী হিসেবে তাঁকে দেখেছি, চিকিৎসককে কিভাবে সম্মান করতে হয়। শুধু তা নয়, চিকিৎসকের উপদেশ কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। শুধু

www.pathagar.com

তা নয়, প্রতিটি ঔষধের কায়-ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল তিনি ছিলেন। নিয়ম মাফিক তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কিভাবে হওয়া যায়, সেটা আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি। অনেক প্রশ্ন অনেক কিছু, অনেক জার্ণাল প্রকাশনা তিনি নিজে যেচে আমাদেরকে উপহার দিতেন। তিনি নিজে যেচেই আমাদেরকে জানবার সুযোগ দিতেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে পর্যন্ত, যখন গুলশানে তাঁকে দেখতে গেছি, তাঁর ছেলেদের মধ্যে কেউ ছিলেন তখন। তিনি আমাকে TIME-একটি জার্ণাল দিলেন, সেখানে মেডিক্যার চিকিৎসা সম্পর্কীয় কিছু গবেষণা মুলক প্রবন্ধ ছিল। এই যে একটা জানবার, শুধু জানবার নয়, অপরকেও জানাবার একটা সৎসাহস ও সৎদৃষ্টি খুব কম লোকেরই থাকে। এ কে খানের তাই ছিল। আমি জানি, তিনি দেশ বিদেশে অনেক চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু নিজের দেশকে, নিজের দেশের চিকিৎসককে তিনি সম্মান করতে জানতেন। তাঁদের উপর তিনি আস্থা রেখেছেন বলে তাঁদের উপদেশকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বৈদেশিকদের মাপকাঠিতে আমাদেরকে বিচার করে তিনি নিজের স্বকীয়তা হারাননি। বরং তিনি সৎ উপদেশ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন

বক্তৃতা দীর্ঘায়িত না করে শুধু এটুকু বলব যে, এ কে খান ছোট জীবন থেকে শুরু করেছিলেন, শেষে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। শুধু তা নয়, জীবনের শেষ মুহূর্তে যে মহাসত্যকে তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন, সেটা হল, তাঁর দরদ শুধু তাঁর নিজের জন্য ছিলনা, শুধু তাঁর পরিবারের জন্য ছিলনা, তাঁর আত্মীয় স্বজনের জন্য ছিলনা, ছিল সকলের জন্য। শুধু জ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য, চিকিৎসার জন্য, সমাজের জন্য। সেইজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৩০ ভাগ সম্পত্তি রেখে গেছেন। বাংলাদেশে আজ কয়জন লোকের মাঝে এরূপ পাবেন চিন্তা করে দেখেন। হিসাব করেন, এই হিসাব খুব সহজ। যাদের শিক্ষা অতি সীমিত, হয়ত একাধিক নাও হতে পারে। যে পুরুষ জীবনের শেষ মুহূর্তে দান রেখে যান, তাঁর মন্ত্রীত্বের কোন লালসার চিহ্ন সেখানে থাকতে পারেনা। যশের লাভের আর কিছু সেখানে থাকেনা; সমাজের কাছ থেকে আর নুতন কিছু পাওয়ার থাকতে পারেনা, জীবনের শেষ মুহূর্তে যে জিনিষটা দিয়ে যান, সেখানে স্বার্থপরতা থাকতে পারেনা। স্বার্থত্যাগের একটা উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। আজকের এই স্মরণসভায় আমি বলব , শোক দিয়ে নয়, স্তুতি দিয়ে নয়, স্মরণ করে, অনুসরণ করে আমরা তাঁদেরকে সত্যিকার সম্মান দেখাতে পারি। শুধু চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশে আরো অনেক এ, কে, খান জন্মলাভ করুক, অনেক শিল্পপতি এই শিল্পপতিকে অনুসরণ করুক, অনেক রাজনীতিবিদ এই লোকের নীতি অনুসরণ করুক, দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করে যাক, ____ সেই প্রত্যাশা রেখে, তাঁর মাগফেরাত কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পুরন করুক, , আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, তাঁর বংশধরগণ তাঁর যে অঙ্গীকার তা পুরণ করুক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

এ, এম, জহিরুদ্দিন খান

(মরহুম এ, কে, খানের জ্যেষ্ঠ সন্তান
এবং বর্তমানে পরিকল্পনামন্ত্রী)

আপনারা আমার পিতা মরহুম এ, কে, খান সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। আমার ভাইও এ ব্যাপারে কিছু কথা বলেছে। উনার বড় ছেলে হিসাবে আমি উনার ভাবমূর্তি, চিন্তাধারা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম, তবে সব বুঝতে পারিনি।

যে যুগে উনি পড়াশোনা করেছেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে, তখন সেখানে দেশাত্মবোধের একটা পরিবেশ বিরাজমান ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেরা ঐ যে পরিবেশ পেয়েছে তার একটা অসম্ভব ছায়া তাঁর জীবনে পড়েছে। ঐ যুগের

www.pathagar.com

লোকেরা ছিল Product of the Bengali Reneissance.
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পার্টিশানের পরে আমরা লীড়ারশীপ পেলামনা। Not only Pakistan, Not only Bangladesh, even India did not get the appropriate leadership.

আমার মরহুম বাবার কাছ থেকে মস্তবড় যে একটা Example পেয়েছি ওটা হল Nationality. He was Nationalist by belief. না হলে উনি উনার সব সম্পত্তি মিল ফ্যাক্টরীর বাজেট বাংলাদেশে লাগাতেন না। আর কোন পরিবার, আর কোন শিল্প গোষ্ঠীর এ রকম ভূমিকা ছিল না। কেন তিনি লাগালেন? Because, he was a beliver in Nationalism Nationalism is not a slogan Nationalism is the love for the people. It is only to love of the people you can love the country. আমাদের দেশে আমাদের নেতাদের Shortcoming টা দেখি। ওরা জনগণের দরদের কথা বলেন, কিন্তু জনগণকে ভালবাসেনা। এটা হল মূল কারণ। জনগণকে মূল্যায়ন করে না। In the Sub continent and country like Bangladesh. Intellectual dishonesty চলছে যা ক্ষমার অযোগ্য। ডাকাতকে মাফ করা যায়, কিন্তু intellectual dishonesty মাফ করা যায় না। এই প্রশ্নটা আজ আমি আপনাদের কাছে রাখছি। এখানে আপনারা অনেক intellectual আছেন। শেখ সাহেব একটা কথা বলেছিলেন। মনে খুব কষ্ট লাগছিলো তখন। শিক্ষিত লোকদের সম্পর্কে। এখন আমি মনে করি he was correct. এই যে গরীব চাষী, মেহনতী মানুষ, লেখাপড়া না জানা লোকেরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাধ্যমে যে সব ডিসিশান নিয়েছে, তার সবগুলিই সঠিক হয়েছে। because they have applied their limited knowledge honestly. আমার আপনার বুদ্ধি ভরা মাথায়। but we appy our knowledge dishonsetly. এই মুর্খ জনসাধারণ যদি ইস্যু না বুঝত, যদি ঠিক মত ভোট না দিত, যদি পলিটিক্যাল সাপোর্ট না দিত, তাহলে ভারতবর্ষ ভাগ হতো না। যদি এই মুর্খ লোকগুলো তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে যদি ঠিকমতে ভোট না দিত, তাহলে বাংলাদেশ হতো না। তাহলে দোষটা কোথায়? আজকে আমাদের প্রশ্ন হলো, দোষটা কোথায়? দোষটা হলো এই——— Simple and straight for word——— strategic failure of leadership due to intellectual dishonesty. এইটা আমার ফাদার খুব বেশী উপলব্ধি করতেন। উনি বার বার একথাটি বলতেন। আমরা বলতাম, আপনার জীবনীটা একটু লেখেন।

তিনি বলতেন, আমি তো নগন্য লোক। I'm not Important.' Important is the `Institution'.

www.pathagar.com

Institution গড়ার সুযোগ খুব কম লোকেরই ভাগ্যে হয়। এ সুযোগ যিনি পান, তিনি যদি তখন Institution গড়ে তুলতে না পারেন, I think, that is the failure of that man. I'm nobody. I will go away, you will go away, but the Institution you create will remain.

উনি যে মিল ফ্যাক্টরী করেছেন, যে একটা কাঠামো দিয়েছেন একটা Development এর, এটা থাকবে। আব্বা থাকবেন না, আমি থাকবো না, আমার ভাইরা থাকবে না, কিন্তু Insiitution থাকবে।

Institution only is Permanent। কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে আমরা দেখেছি Institution- এর কোন দাম নেই। কেবল ব্যক্তির দাম। উনি এটি বলতেন, ব্যক্তি বড় জিনিষ না।

ইসলামে Personality বলে কিছু নেই। হযরত (দঃ) বারবার একটা কথা বলতেন-আমি নগন্য লোক; আল্লাহতালার পিয়ন। উনি সংবাদ দিচ্ছেন তা আপনাদের পৌঁছে দিতে। আমি বড় কিছু না। আপনারা যোগাযোগ করেন আল্লাহতালার সঙ্গে।

যতদিন পর্যন্ত ইসলামে democracy ছিল, যত দিন পর্যন্ত ইসলামে anti personality cult ছিল ততদিন পর্যন্ত ইসলামের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। It was the modern thought of Islam যার বিস্তৃতি হয়েছে upto Europe and upto China.

আল্লাহতাআলা আপনাকে right দেয় নাই আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমনি খেলার। পলিটিসিয়ানদের কোন right নাই আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমনি খেলা। এই Right আমি ভোটের মাধ্যমে দেইনি।

তাঁর পিতা-মাতা সম্বন্ধে আপনারা শুনেছেন যে, বাপ আর ছেলের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল। ছেলে বাপকে কিরূপ মান্য-গণ্য করতেন, যা ছিল কল্পনাতীত। আয়ুব খান যখন তাঁকে মিনিষ্টার হতে বললেন, আইয়ুব খানকে তিনি দুটো প্রশ্ন করলেন। প্রথমতঃ I want to know who will be my colleague. দ্বিতীয়তঃ, আমার বাপের অনুমতি নিতে হবে।

প্রথম প্রশ্নটা তিনি কেন করলেন? আমি যদি ঐ পরিবেশ না পাই, আমার সঙ্গে যদি ঐরূপ লোক না থাকে, তাহলে আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের জন্যে কাজ করতে যাচ্ছি, তখনতো সেই পরিবেশ পাবোনা, সেই সুযোগ পাবোনা। And then told my grandfather. দাদা দোয়া করে বললেন, দেশের জন্যে করো।

আর একটা কথা মনে পড়ে। স্বাধীনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার আগের কথা। তিনি '৬৯-এর ইলেক্শানে তেহরিক-এ ইশতেকলাল থেকে ক্যান্ডিডেট ছিলেন

www.pathagar.com

আমরা প্রশ্ন করলাম, বাবা হাওয়াতো, চলতেছে একদিকে, আপনি Tehrik-e-Ishteklal থেকে কেন ইলেকশানটা করলেন। তিনি বললেন দেখো It is my duty to offer my service to the nation এই moment এ যদি আমি আমার service টা না করি তাহলে এক সময় আমি প্রশ্নের সম্মুখীন হবো। যে আপনি খান সাহেব, তখন তো কিছু বলেননি politically এইটা কিন্তু আমার মনে একটা বিরাট দাগ কাটলো: Politics is not necessarily to be elected. Politics is the process of concious magnification of the problems of the country. তবে আপনি যে participate করছেন this is also very effective political activity এটা থেকে কিন্তু বঞ্চিত হয়ে গোলে You will have one party rule or one person role আপনারা দেখেছেন। উনি যখন বললেন যে আমি আমার দেশের লোকের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে সংগ্রামে participate করতে চাই, তোমাদের opinion কি? আমরা বললাম, আপনি যে decision নিলেন তাতে আমরা সব রাজী।

যখন দেশ স্বাধীন হলো, আব্বা আমাদের বললেন, double কাজ করতে হবে। আগে যেভাবে কাজ করেছো তার থেকে বেশী কাজ করে এদেশকে উন্নত করতে হবে। কিন্তু আমরা এসে কি দেখলাম। আজকে চিন্তা করে দেখেন। আমি ৬৭-৬৮ সালে আমাদের চিটাগাং টেক্সটাইল মিলে কাপড় আর সুতা থাইল্যান্ডে বিক্রী করতাম। তখন পুরো থাইল্যান্ডে ২৫ হাজার, Indonesia-তে ৫০, হাজার, কোরিয়াতে ২৫ হাজার spindle ছিল। মালয়েশিয়াতে কোন spindle ছিলনা।

তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান যা বাংলাদেশ হলো তাতে কত spindle ছিল জানেন। ২ লাখ ৭০ হাজার। এই Nationalization programme এ আমি একটা কথাই আপনাদের কাছে sum up করবো।

যারা ৭৫-এর দুর্ভিক্ষে মারা গেছে ওরা বেঁচে গেছে। কারণ তাদেরকে আজকের অর্থনীতি দেখতে হয়নি। যে ভাবে আমাদের political নেতারা দেশ চালিয়েছে ওভাবে যদি আমাদের দেশের মুর্খ গরীব চাষীরা চাষ করতো তাহলে বাংলাদেশের আধা লোক না খেয়ে মারা যেতো। আজকে মরহুম এ. কে. খান সাহেবের কাছে যেটা আমরা পেয়েছি আমি এটাই বলতে চেয়েছিলাম যে, আজকে থাইল্যান্ডে এক্সপোর্ট করে 7 billion dollar. এটা ৩৫-৪০ হাজার কোটি টাকা। ঐ সময় যদি বাঙ্গালী মিলগুলো রাষ্ট্রায়াত্ব করা না হতো, আমি গর্বের সঙ্গে বলতেছি আজকে আমরা ৭ বিলিয়ন না হলেও ৩০ মিলিয়ন dollar export করতাম। আমার এই মিল গুলোতে যে ৬ হাজার লোক কাজ করছে বর্তমানে, সেখানে ৫০ হাজার লোক কাজ করত। সে যাক বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। স্মরণ সভায় উপস্থিত সকলকে আমার এসব কথা হৃদয়ঙ্গম করার অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী

সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
সাবেক উপতচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি প্রথমেই এই স্মৃতি সভার উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই একটি কারণে যে, তাঁরা এই কমিটিকে শোক সভা হিসেবে চিহ্নিত করেননি। এই সভাকে তাঁরা বলেছেন স্মরণ সভা। এরূপ চিহ্নিত করণের জন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

সাধারণতঃ যে নিয়ম——— যিনি লোকান্তরিত হয়েছেন, তাঁর জন্যে শোক করি, আহাজারী করি। তারপর কিছুদিনের মধ্যে ভুলে যাই। কিন্তু আজকে এই সভার আয়োজকদের মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ধরা পড়ে, সেটা হচ্ছে, যে

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে স্মরণ করছি, আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এখানে এসেছি এবং শ্রদ্ধা জানিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ করবার জন্য নয়, তিনি যে মূল্যবোধের প্রতীক ছিলেন, আমরা যেন তা উপলব্ধি করতে পারি।

মরহুম এ, কে, খান একটি সাফল্যের ইতিহাস। মেধা, শ্রম এবং সাধনার সম্মিলনে যা হতে পারে, তিনি স্বাধীকার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের এই অঞ্চলে নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রেখেছেন।

কিন্তু আমি তাঁকে মনে করি_____ এই অঞ্চলের, এই চট্টলভূমির স্বর্ণ যুগের একজন সফল প্রতিনিধি। তিনি সেই যুগের প্রতিনিধি, যখন চট্টগ্রাম শুধু বাংলাদেশকে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষকে অনেক কিছু দিয়েছে। সে সব স্মৃতি প্রায় বিস্মৃত, প্রায় অতীত ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর শাশ্চত বঙ্গ গ্রন্থের একজায়গায় লিখেছেন যে, চট্টগ্রামের নিসর্গ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। মাহবুব-উল-আলমের বড় ভাই শামসুল আলমকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, পরশ মানিক। তাঁর ছোট ভাই অত্যন্ত প্রতিভাবান সাহিত্যিক, যার অকাল মৃত্যু হয়েছিল, যাকে আমরা অনেকেই ভুলে গেছি। তাঁকে দেখেও তিনি উচ্চসিত প্রশংসা করেছিলেন। মরহুম এ চট্টগ্রামকে বুলবুলিস্তান বলেছিলেন। এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়েছে। এই চট্টগ্রামেই সম্বর্ধনা জানিয়েছিল কবীন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে, যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চরম বিতর্ক চলছিল কোলকাতায়। চট্টগ্রাম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যুগের আলো, জ্যোতি ইত্যাদি পত্রিকা। কলিকাতার বাইরে সংস্কৃতিসেবা, সংস্কৃতি লালনের ক্ষেত্র ছিল ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম। ঢাকা যখন রক্তাক্ত হচ্ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, তখনো চট্টগ্রামে কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়নি। চট্টগ্রাম চিরকাল রক্ষণশীল। কিন্তু চট্টগ্রাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে ছিল। আমি এসব কথা বলছি এজন্যে যে, আমি মনে করি মরহুম এ, কে, খান সেই স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধি হয়তো। এই চট্টগ্রামই জন্ম দিয়েছিল বুলবুল চৌধুরীকে, এই চট্টগ্রাম জন্ম দিয়েছিল শেরে চাটগ্রাম কাজেম আলীকে। কিন্তু সেই চট্টগ্রামে আজ সব কিছুতে পশ্চাৎপদ। চট্টগ্রামের এই অনুর্বরতা কেন? চট্টগ্রামের মানুষ আজ হীনমন্যতায় ভোগে। চট্টগ্রামের মানুষ সব জায়গাতেই পিছিয়ে পড়ে। খাতুনগঞ্জে আজ ব্যবসা হয়না। ব্যবসা অন্য জায়গায়। সাহিত্যে চট্টগ্রামে তেমন কোন নাম নেই। অথচ এই চট্টগ্রামে বাংলা সাহিত্যের তিনজন উজ্জ্বল তারকার জন্ম হয়েছে। মাহবুব-উল আলম আবুল ফজল এবং সাম্প্রতিক কালের সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ। আজকে চট্টগ্রামের এই যে অনুর্বরতা, চট্টগ্রামের জীর্ণ শীর্ণ শ্রীহীন চেহারা এর জন্যে কি শুধু রাজনীতি দায়ী? এর জন্যে কি আমরা চট্টগ্রামবাসীরা কোনও দায়িত্ব

www.pathagar.com

গ্রহণ করিনা, যারা মন্ত্রী ছিলেন ও আছেন তাঁরা কি করেছেন। চট্টগ্রমের সংস্কৃতি অঙ্গন, সাহিত্য অঙ্গন আজকে নানাভাবে বহুধা বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন। আমাদের সব কিছুতেই আজ বিতর্ক। শুধু চট্টগ্রাম নয়, সমস্ত বাংলাদেশে যেন সব কিছু নিয়ে বিতর্ক করছি। আমরা চট্টগ্রামেও লক্ষ্য করছি শিল্প সাহিত্য সর্ব ক্ষেত্রে সেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দ্বিধা বিভক্ত সব কিছুতে। কিন্তু এই দ্বিধা, এই বিচ্ছিন্নতা——— এর কি অবসান হবেনা? এর অবসানের জন্যে কি করণীয়। চট্টগ্রাম বাসীদেরকে অত্যন্ত নির্মম ভাবে আজকে সমালোচনা করতে হবে। কেন আমরা আজ পশ্চাৎপদ, কেন আমাদের এই হীনমন্যতা। চট্টগ্রামের কি নবজাগরণ হবেনা? চট্টগ্রামের নব জাগরণ যদি করতে হয়, তাহলে মরহুম একে খানের মতো মানুষের আদর্শকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তাঁর প্রজন্মের মানুষরা কখনো সরকারের এতো মুখাপেক্ষী ছিলনা। তারাতো নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু করেছে। তাঁদের সে প্রচেষ্টা, সে প্রয়াসের চিহ্ন কেন আজকের প্রজন্মে আমি দেখিনা। আজকে কেন সব কিছুতেই আমরা পরমুখাপেক্ষী। আমি চট্টগ্রামের একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বলছি, চট্টগ্রামের বাইরে গিয়ে দেখুন, আমরা কোথায়? আমরা কতই পশ্চাৎপদ

আজকে মরহুম এ কে খানের এই স্মরণ সভায় আমি সুযোগ পেয়েছি আমাদের সবাইকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া যে চট্টগ্রামকে যদি তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে হয়, চট্টগ্রামের সে অতীত স্বর্ণযুগকে পেতে হয়, চট্টগ্রামের সে অতীত স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে সেই চেষ্টা চট্টগ্রাম বাসীদেরকে সমবেতভাবে করতে হবে। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাইকেএগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমাদেরকে সেই মূল্যবোধ লালন করতে হবে। কেননা, মরহুম এ, কে, খান যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাঁর প্রজন্মের বন্ধুরা যদি আজ বেঁচে থাকত, তাহলে যে নৈরাজ্য, যে অবক্ষয় সারা বাংলাদেশে এবং বিশেষ ভাবে আমি চট্টগ্রামে বলব এইজন্যে যে এটা আমার দেশ, এর মাটিতেই আমার জন্ম, সেই জন্যেই এর সমালোচনা করার সর্বাধিক অধিকার আমার আছে আমি সেই জন্যই বলছি, যে এই অবক্ষয়, এই নৈরাজ্য থেকে উত্তরনের প্রয়াস চট্টগ্রামবাসীদের সকলকে মিলে নিতে হবে। চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সে শিক্ষা প্রতিষ্টান গুলোর পুর্ণ প্রতিষ্ঠার আজ প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা চট্টগ্রামবাসীরা সেগুলিকে রক্ষা করার কি চেষ্টা করেছি, আপনারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করুণ উত্তর খুঁজে পাবেন

চট্টগ্রাম আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে, তার স্বর্ণযুগের পুনরোত্থান হবে এবং সেই প্রয়াসেই আপনারা সবাই শরীক হবেন-সেই প্রত্যাশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

এ, জেড, এম, এনায়েতুল্লাহ খান

প্রাক্তন মন্ত্রী/ রাষ্ট্রদূত
বিশিষ্ট সাংবাদিক

এ ধরণের সভায় প্রস্তুতি নিয়ে আশা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি। তাৎক্ষণিকভাবে সভার বক্তব্য শোনবার পর, চাক্ষুষ দেখার পর, তাৎক্ষণিকভাবে আমার যেটা মনে হয়েছে আমি সেটাই বলবো এই তাৎক্ষণিক চিন্তার অন্যতম যে দ্বন্দ্ব সেটি হলো আমরা এখনো আমাদের অস্তিত্বের সংকটে

www.pathagar.com

নিপতিত। আমরা এখনো আমাদের ঐতিহ্যের শেকড় খুঁজছি। আমরা এখনো আমরা কে, আমি কে, আমার পূর্ব পুরুষ কে আজো খুঁজছি। কিন্তু এই খোঁজাখুজি না করে যদি আমরা আমাদের সামান্য ইতিহাসের পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব, আমার পিতৃ পিতামহ সেই সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে নিপীড়িত, মহাজনদের দেনার দায়ে নিষ্পিষ্ট এক সামান্য কৃষক। এই সব জমিদার শ্রেণী সামন্ত প্রভু যারা ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় সাম্প্রদায়িকতদুষ্ট রাজনীতির মাধ্যমে, অর্থনীতির মাধ্যমে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে শুধু মাত্র শোষণই করেননি, তাদের নিপীড়িত রেখেছেন বছরের পর বছর, দশকের পর দশক।

এই পূর্ব পুরুষের অবস্থা অনুভব করেছে একটি বিশেষ প্রজন্মের ব্যক্তিবর্গ। সেই প্রজন্মের অন্যতম প্রধান পুরুষ জনাব আবুল কাসেম খান, যিনি তাঁর মেধা, উদ্যোগ দিয়ে আমাদের সেই পূর্ব পুরুষের রক্ত জবার মতো ক্ষত মোচন করেছেন। আজকে আমরা সুদৃঢ় চিত্তে, সগর্বে সু উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করি, আমরা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছি।

আজকে সেই প্রজন্মের অন্যতম প্রধানতম পুরুষ বলে পরিচিত জনাব এ, কে, খান প্রয়াত। তাদের শ্রম, মেধা, উদ্যোগ, শিক্ষা দিয়ে তারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্মান দিয়েছেন। সেই সম্মান যদি আমরা রক্ষা করতে পারি তাহলেই তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে। কেননা, ইতিহাস গতভাবে আমাদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন এ রকমের, কেউ মাঠে মাটি কাটতেন, কেউ গাছ কাটতেন। সবাই ছিলেন ন্যুব্জদেহ। পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা ছিল না। এই উৎপীড়নের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে এবং সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট ব্রিটিশ রাজনীতি, বিভাজনের রাজনীতির প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে তারা মাথা উচুঁ করে আজকে একটি শাসক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। এবং বাংলাদেশ জাতিত্বের, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের, বাংলাদেশ সমাজের এটাই সব চাইতে গর্বোদ্ধত ঐতিহ্য এবং এই ঐতিহ্যের পতাকা আমাদের পূর্ব প্রজন্ম বহন করে গেছেন, সেই পতাকা আজকে বহন করবার দায়িত্ব আমাদের পরবর্তীদের উপর পড়েছে। নিঃসন্দেহে তারা

www.pathagar.com

পৌত্তলিকতা, দেহ পূজা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বিদ্বেষ, বিধ্বংসী রাজনীতির চিন্তা ভাবনা পরিহার করে সেই ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখবেন।

আমরা ইতিহাসের এমন একটি সঙ্কট কালে আজকে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে অনেক গুলো বিষয়ে আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে অতীতের মনীষী, অতীতের পথিকৃৎদের দৃষ্টান্ত অনসুরণ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে হোক, অর্থনীতির ক্ষেত্রে হোক সর্ব ক্ষেত্রে হোক। আজকে জোর গলায় বলতে হবে, কেননা জোর গলায় না বললেত আজকে চারদিকে যেভাবে আগ্রাসন চলছে, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে টোটাল আগ্রাসন। এই আগ্রাসন থেকে আমাদেরকে রক্ষা পেতে হবে। সেই জন্যে আজকে বিভিন্ন ফোরামে, বিভিন্ন মাধ্যমে কতগুলো বিষয়ে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসে নিঃসন্দেহ হতে হবে। এবং সব চেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমার পূর্ব পুরুষ, আমরা বাঙ্গালী মুসলমান। এটা কোন সাম্প্রদায়িকতা নয়। আমরা হচ্ছি সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, যারা অসাম্প্রদায়িক আধুনিক এবং একই কারণে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক।

এই প্রজন্ম আজকে একে একে প্রতারিত হচ্ছে। এই প্রজন্ম অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। কিন্তু সব চাইতে বড় জিনিষ এই প্রজন্মের কোন স্বাক্ষর নেই, স্মৃতি চিহ্ন নেই। স্মৃতি চারণ আরো বেশী পক্ষপাতদুষ্ট।

আমি একজন কর্মরত সাংবাদিক হিসেবে জনাব এ, কে, খান সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যখন আমি তরুণ ১৯৫৯ কি ৬০ সালে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তখন Observer-এর কনিষ্ঠ প্রতিবেদক রিপোর্টার ছিলাম।

সেই ২০ বছরের তারুণ্যের সময় আমাকে পাঠানো হয়েছি এয়ারপোর্টে জনাব এ, কে, খানের একটি ইন্টারভিউ নেয়ার জন্যে, তখন তিনি শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। আমি শিল্পমন্ত্রী জনাব এ, কে, খানকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংকট ও বৈষম্য দূরীকরণার্থে আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, তার আহরণের বিষয়ে। তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম তাতে। এবং সে কথা আমি অবজার্ভারে রির্পোট করি। পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে সামাজিকভাবে বিভিন্নভাবে। কিন্তু ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাৎটা বড় জিনিষ নয়। বড় জিনিষ হচ্ছে, সামাজিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর যে কর্ম স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন, সেই প্রামাণ্য স্বাক্ষর যা আমাদের সবার সামনে।

আমি জনাব এ, কে, খানের অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যে কথা আমি আজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি তা হচ্ছে ,এই প্রজন্মে তাঁর তুল্য পুরুষ আমরা আর দেখব না।

www.pathagar.com

জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী

বিশিষ্ট সাংবাদিক
সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

------ আমার বক্তব্য যতটুকু সম্ভব নিস্পৃহ হওয়াই আমার মনে হয় বাঞ্ছনীয় হবে। একটু আগে অত্যন্ত সুসম্পাদিত যে স্মারক গ্রন্থটি আমাদের দেয়া হল তাতে প্রথম দিকে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য রয়েছে। আপনারা দেখেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, জিয়ার কথিত ইংরেজী ঘোষণাটি লিখেছিলেন মরহুম এ, কে, খান। তা আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

জিয়ার পঠিত ইংরেজী ঘোষণাটি লিখেছিলেন মরহুম এ, কে, খান

বিশিষ্ট শিল্পপতি এ, কে, খান ৩১ মার্চ ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। চট্টগ্রামের আবুল কাশেম খান বাঙালী শিল্পপতিদের মধ্যে অগ্রণী। কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ছাত্র, সরকারী কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও শিল্পপতি---- এই তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বের পরিচয়। মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশেষ পর্বে তাঁর একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ২৮ মার্চ, ১৯৭১, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান ইংরেজীতে স্বাধীনতার যে ঘোষণাটি পাঠ করেন সেটি লিখেছিলেন এ, কে, খান।

২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন, ২৮ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে ইংরেজী ভাষায় স্বাধীনতার ঘোষণা মেজর জিয়া পুনরায় প্রচার করেন। একজন সেনা অফিসারের এই ঘোষণা দেশে-বিদেশ গুরুত্ব লাভ করে।

২৮ মার্চের ঘোষণাটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতা

www.pathagar.com

যুদ্ধের দলিলের ১৫শ খণ্ডে সঙ্কলিত জনাব আব্দুল হান্নানের একটি সাক্ষাৎকারের বলা হয়েছেঃ

'২৭শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেদিন রাত্রে আমি, মীর্জা আবু মনসুর ও মোশাররফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তনমন্ত্রী এ, কে, খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। পুনঃ ঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ, কে, খান কর্তৃক লিখিত খসড়া দিই। পুনরায় ২৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ,দলিলপত্রঃ পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ--১৯১।

এ, কে খানের মৃত্যুতে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শোক প্রকাশ করা হয়েছে তাঁরা কেউ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর এই ভূমিকাটির কথা উল্লেখ করেননি। (১৫ই এপ্রিল, ১৯৯১ সাল, সাপ্তাহিক অপরাজেয় বাংলা, পৃষ্ঠা-৩৪)

এই সম্পাদকীয় ব্যাখ্যাটি আমি মনে করি একটি বিশিষ্ট দলিল হিসেবেই শুধু থাকবে না। সমকালীন রাজনীতিতে যে বিষয় নিয়ে সরগরম বিতর্ক সৃষ্টি হয়, করা হয়, করা হয়ে থাকে-যার উপসংহার খুঁজে আমাদের তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত বলে আমার মনে হয় সে সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই বক্তব্য স্বাক্ষ্য দেয়, দিচ্ছে। ফলে এই গ্রন্থটির মূল্য আমাদের দেশের রাজনীতির ইতিহাসে অমূল্য বলে অন্ততঃ আমি বিবেচনা করি, করছি।

তাহলে আজকে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এভাবে বলতে চাই, যে মানুষটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সৃষ্টির মুহূর্তে নিজেকে সম্পৃক্ত করবার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন, কিংবা আবদুল হান্নান সাহেবের কথা মত সকলে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তাঁদের কাছে তাঁর মূল্যায়ন হয়েছিল কিনা। এটি একটি প্রশ্ন হিসেবে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। অন্ততঃ একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে আমি যতটুকু আমার মনকে সতর্ক রাখবার চেষ্টা করেছি।---- এ পর্যন্ত, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় পর থেকে, আমি যদি জবাব দেই, তাহলে আমি বলতে বাধ্য কেউ মরহুম শ্রদ্ধেয় আবুল কাসেম খানকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেনি। কেন করা হল না? দ্বিতীয় প্রশ্নে কেউ যদি থাকেন যে কোন পক্ষে থেকে দাড়িয়ে উত্তর দিতে পারেন. আমার মনে হয় মঞ্চে আপনাদেরকে অনুমতি দেবে। বিতর্ক ভালো। বিতর্ক ছাড়া কোন সমাজ অগ্রগতি লাভ করেছে মানব ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না। তর্ক হবে, বিতর্ক হবে দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব নিয়ে এই সমাজ এগিয়ে

www.pathagar.com

যাবে, এটা একটা শাশ্বত সত্য। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কোন দ্বন্দ্বকে যদি ছাই চাপা দেওয়ায় চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই দ্বন্দ্বের কি পরিণতি হতে পারে সেটা আপনারা মেহেরবাণী করে অনুমান করতে পারেন। আমার বক্তব্য, আমরা এ ধরণের অনেকগুলো কাজ করেছি, এখনো করছি এবং করবার জন্য প্রগলভ চিত্তে নিজেদেরকে বিভিন্ন মঞ্চে এবং ক্ষেত্রে উপস্থিত করে চলেছি। সত্যকে স্বীকার করবার আন্তরিক সততা এবং সাহস আমরা দেখাই না, না জানি এই সত্যের আলোয় কেউ যদি উদ্ভাসিত হয় সে হয়তো আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে----
এই হীনমন্যতাবোধ আমি ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করি। একটি স্বাধীন ঐতিহ্যবাহী মেধাবী জাতির সামান্য একজন বংশধর হিসেবে আমি এই হীনমন্যতা বোধকে গ্রহণ করি না, করতে পারি না এবং যে কারণে আমি আজকে আপনাদের এখানে উপস্থিত হয়েছি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে, এমন একটি ব্যক্তিত্বের প্রতি যার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। আমি শুধু তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। দূর থেকে জানবার চেষ্টা করেছি, উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি। ফলে তাঁর প্রতি আমার যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা বোধ বিকশিত হয়ে সংহত হয়েছে আমার জীবনের এক পর্যায়ে সেই উপলব্ধি থেকে আমি আজকে এই সুযোগটি গ্রহণ করেছি এবং আমার শ্রদ্ধা অবনত মস্তকে জ্ঞাপন করছি মরহুম আবুল কাসেম খানের প্রতি। তিনি আমাদেরকে, আমি মনে করি হীনমন্যতাবোধের বিরুদ্ধে সব চাইতে বেশী প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। যখন আমরা দেখি, কেরানীর চাকরী থেকে শুরু করে উপরের দিকের চাকরী গুলো এবং নীচের চাপরাশির চাকরী পর্যন্ত এই চাকরীর জন্যে যখন আমরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করি। তখন একটি হলেও আমাদের ব্যক্তিত্ব ছিল। যিনি এর বিরুদ্ধে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই উদাহরণটিকে আজকের অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় Self employment, যখন একটি রাষ্ট্র, একটি সরকার প্রশাসন আর কিছু দিতে পারে না সমাজকে, তখন সমাজের মানুষ বসে থাকেনা, এগিয়ে আসে। এই এগিয়ে আসার যে একটি তাৎক্ষণিক সুসিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহসিকতা, এই সাহসিকতার একজন বাঙময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আবুল কাসেম খান সাহেব। তাকে যদি অনুকরণ করতাম, তাহলে আজকে আর দেশ থেকে পৌনে দুই কোটি মানুষ বাংলাদেশে বেকারত্বের অমানিশায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতামনা। আজকের যে সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে এই সরকারের পক্ষে এই মানুষের অর্থাৎ বেকারদের চাকুরী দেওয়া একটি অসম্ভব বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আগের সরকার তো সরকারী খাতে চাকুরীর যে দরজা সেটাকে শুধু অর্গলবদ্ধ করেনি, বড় বড় পেরেক দিয়ে সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এর আগেও খুব কিছু যে হয়েছে তেমন দাবী কেউ বুক ফুলিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে করতে পারবেনা। কিন্তু এর মধ্যে আমরা বোধ হয় খুঁজে নিতে পারতাম আমাদের পথ, এই প্রেরণাদায়ী অমর ব্যক্তিত্ব আবুল কাসেম খানের জীবন থেকে। কিন্তু আমরা, প্রেরণা সৃষ্টিকারী এই মানুষটিকে তো আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবার সংসাহসের পরিচয় দিইনি। কেন

www.pathagar.com

দিলামনা। চট্টগ্রামে নেতা-নেত্রীর অভাব আছে আমি এটা মনে করি না। আমাদের দেশে নেতা-নেত্রীর অভাব নেই, আমাদের দেশে রাজনীতি করে এমন মানুষের অভাব নেই। তরুন থেকে শুরু করে উত্তর চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট পর্যন্ত রাজনীতি করেই চলেছেন। প্রচুর ব্যক্তিত্বকেও আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখছি। তারা সক্রিয়ও রয়েছেন। ফলে, আজকে দায়দায়িত্ব যদি তাদের ঘাড়ের দিকে আমি নিয়ে যাই, তাঁরা কি উত্তর দেবেন আমি বিনয়ের সঙ্গে সে প্রশ্নটি করবো। স্বাধীনতার পর কেন মরহুম আবুল কাশেম খান সাহেবের মুল্যায়ন করা হলো না, এই প্রশ্নটাই করবো। তিনি এমন একটি সময়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তৎকালীন পাকিস্তানের ভৌগলিক কাঠামোর পূর্ব দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো তিনি একটি আশার হাতছানি দিয়েছিলেন অন্ততঃ আমাদের এর মানে যে নিজেকে গড়বার যদি উদ্যোগ থাকে তাহলে এটা করা সম্ভব। তখন কিন্তু আমাদের সমাজ তাকে বুকবার চেষ্টা করেছে, আমি এখনো সেটা বলতে পারি না। তবে কিছু করেনি, তার কিছু স্পষ্ট তথ্য আপনাদের সামনে আমি হাজির করলাম যুক্তি তর্কের আকারে তিনি যখন দাঁড়িয়েছিলেন একজন উদ্যোক্তা হিসেবে, আজকে শিল্পপতি বলা হয় তাকে আসলে তিনি মূলতঃ অর্থনীতির ভাষায় একজন সাহসিক উদ্যোক্তা। Entrepreneur. তাঁর উদ্যোগ যদি না থাকতো, তাহলে এতবড় শিল্প সম্ভাবনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলো তিনি আমাদের এই মাটিতে গড়ে যেতে পারতেন না। আজকে যদি কেউ বলেন যে তখন বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ছিল, কেউ যদি বলেন, শিল্প ঋন সংস্থা ছিল, যদি বলেন, যা কিছু করা যায়, তেমন অনেকগুলো ব্যাংক মরহুম এ কে খান সাহেবের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল সবগুলো কিন্তু ভিত্তিহীন, একটিও ঠিক নয় ছিল তাঁর একটি ইচ্ছা শক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, সাহস এবং তিনি তার মাধ্যমেই সৃষ্টি করে গেছেন আজকে যেগুলো আমরা দেখছি। তিনি যে কাজগুলো করে গেছেন, আজকে প্রমাণিত হচ্ছে, এই কাজগুলোকে যদি জাতীয়ভাবে আমরা অনুসরণ করতে পারতাম, তাহলে আজকে যে দীন দশায়,জীর্ণ শীর্ণ হীনতায় পৌঁছেছি পৃথিবীর মানচিত্রে এ রকম হতামনা। দক্ষিণ এশিয়ায় এবং দক্ষিণ প্রাচ্য এই দুটো অঞ্চলের দিকে তাকালে আপনারা দেখবেন, যে বাড়ীর কাছের শ্যামদেশ যেটাকে আমরা থাইল্যান্ড বলি, সে থাইল্যান্ডের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে এখন শতকরা ১১ থেকে ১৫ ভাগ। আপনারা জানেন, তাইওয়ান যে দ্বীপ খন্ডটি মূল ভূ-খন্ড থেকে চীনের বিপ্লবের পর একা হয়ে পড়েছিল, আলাদা হয়ে পড়েছিল সেই তাইওয়ান আজকে পৃথিবীর শিল্প বিপ্লবের মানচিত্রে এশিয়ায় অন্যতম একটি ব্যাঘ্র হিসেবে পরিচিত। One of the seven tiger, আর আমরা হচ্ছি সেই দেশের মানুষ, যেই দেশের একটি অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার জন্মগ্রহণ করে এবং যা নিয়ে আমরা খুব বাহাদুরী করি। বক্তৃতা দেই এবং আমাদের সেনা বাহিনীর নামকরুণ করি। কিন্তু আমরা যে ইতিমধ্যে 'চুয়া'তে পরিণত হয়েছি, সে খবর রাখিনা। আমরা কথা বলতে ভালবাসি, বক্তৃতা করতে ভালবাসি এবং অযথা কথা বলে সময় নষ্ট

www.pathagar.com

করতে ভালবাসি। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় আপনাদের এখানে একজনও নেই, যিনি দ্বিমত পোষণ করবেন। কিন্তু তার বিপরীতে যে কর্মটি করলে আমরা এদেশের এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করতে পারতাম, আজকে পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে আমাদেরকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যেতে হতো না। সেই কাজটি আমরা করলাম না। প্রেরিত পুরুষরাও তাদের নিজের দল বল থেকে স্বীকৃতি পায় নি বলে একটি কথা আছে। আমাদের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মরহুম আবুল কাসেম খান তিনি প্রেরিত পুরুষ ছিলেন নাউজুবিল্লাহ আমি তা বলছি না। কিন্তু তিনি একজন মহান মানুষ ছিলেন আমাদের মতো একটি সমাজে তাঁর জন্মটি সচরাচর দেখা যায় না। এমন ব্যক্তিত্বকে হঠাৎ করে অনুভব করা যায় না। কিন্তু তিনি ছিলেন এবং তিনি আমাদের ছিলেন। তিনি আমাদের জন্যে করেছেন, আমাদের জন্য রেখে গেছেন, এই কথাতো আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই বলছিলাম, যে প্রশ্ন উত্থিত হয়, সে প্রশ্নের উত্তর এই চার দেয়াল ঘেরা মুসলিম ইনষ্টিটিউটের মিলনায়তন তো দিতেই পারবেনা, শুধু প্রতিধ্বনি আমি বিপরীতে উপহাস হিসেবে পাচ্ছি। কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা সরকারে আছেন, কি সরকারে নেই সেটা কোন কথা নয়। আজকে সরকারে নেই, কালকে যে যাবেনা, তেমন কোন কথা নেই। এখন গণতন্ত্রের একটি উত্তরণ অবস্থা এবং চারিদিকের গণতান্ত্রিক চর্চায় ভয়াবহরকম আমাদেরকে আপ্লুত করে ফেলেছে। আমরা আবেগ-বিহবল হয়ে পড়েছি গণতান্ত্রিক চর্চায়। সকলকে জবাবদিহী করতে হবে। জবাব এরা দেবে, আমাদের দেওয়ার দরকার নেই একথা বলে যারা পাশ কাটাতে চাইবেন আমার মনে হয় গণতান্ত্রিক চর্চা ভবিষ্যতে সেটার সুযোগ দেবে না। জবাবদিহী করতেই হবে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিই হলো জবাবদিহীতা। আমরা বারবার বলেছি যে, ব্যক্তি এরশাদের আমরা বিরোধিতা করিনি। ব্যক্তি এরশাদের মতো কত ব্যক্তি ক্ষমতায় আসবে যাবে, আমাদের কি আসে যায় তাতে, তার আচরণটিকে আমরা বরদাশ্‌ত করিনি। তিনি একটি বৈধ সরকারকে হঠিয়ে অবৈধভাবে এসেছেন। তার পরে তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করবার চেষ্টা করেছেন বলে একটি সভ্য সমাজের জনপদের মানুষ হিসাবে আমরা তাকে প্রত্যাখান করেছি। তিনি কোন কাজেই তাঁকে জবাবদিহী করতে হবে জাতির কাছে, দেশবাসীর কাছে, মাটির কাছে, সেটা মনে করতেন না। তাঁর এই এক গুয়েমি, এক রোখামীর বিরোধিতা করেছি আমরা। আজকে যারা গণতান্ত্রিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরাও যদি এরকম একরোখা চলতে শুরু করেন, একগুঁয়েমি শুরু করেন, তাহলে নিশ্চয় তাদেরকেও আমরা প্রত্যাখ্যান করবো। এবং যাঁরা সরকারে নেই, বিরোধী দলে বা অন্যত্র রয়েছেন, দলে উপদলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রঙে-বর্ণে বিকশিত হয়ে রয়েছেন, বা বিকাশমান অবস্থায় রয়েছেন, তাঁরাও যদি মনে করেন যে তাঁর কথা বা তাঁদের কথাই হচ্ছে অমোঘবাণী এবং ধ্রুব কথা, তাঁদেরকেও আমরা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করি। এটা বহু বাচনিক সমাজ। এখানে বহু মতের মানুষ বহু কর্মের মানুষ, বহু ঐতিহ্যের

www.pathagar.com

মানুষ, বহু নৃতত্বের মানুষ একটি মোহনায় আমরা মিলিত হয়েছি। ফলে, আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গি হবে মহামিলন থেকে উৎসারিত একটি সাগর সঙ্গম অভিমুখী বক্তব্য। তাই আজকে এই মহান ব্যক্তিত্বকে যখন আমরা স্মরণ করছি, এই সত্তাটি কেবল মানুষের সত্ত্বা বললে হবে না--আমরা যে অবস্থাটি, যে চিত্রটি, বর্তমান সরকার আসবার পর পত্র-পত্রিকায় দেখেছি অর্থমন্ত্রণালয়ের বদৌলতে, তিনি সে রকম শিল্প উদ্যোক্তা ছিলেন না। এবং তেমন শিল্পপতি হিসেবে তিনি এই পৃথিবী থেকে তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে চলেও যাবেন না। তিনি এত পুঁজি আমাদের জন্য রেখে গেছেন যে পুঁজিকে নির্ভর করে আমরা শত শত বছর একটি সাহসী অভিযাত্রার মানুষ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে সমুন্নত করবার সযোগ পেয়েছি। এটা সহজ কথা নয়। বলে দিচ্ছি কয়েক মুহূর্তে, কিন্তু কাজটি সহজ নয়। তাই আজকে আমি কথা না বাড়িয়ে শুধু বলবো, যে এই সাহসী উদ্যেক্তা, এই বীর যিনি, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর স্ব সমাজের কাছ থেকে সমকালের কাছ থেকে তেমন কোন স্বীকৃতি পাননি, তেমন কোন শ্রদ্ধা পাননি। তেমন কোন মূল্যায়ন হতে দেখেনওনি। আজকে অন্ততঃ তাঁর অবর্তমানে হলেও আমরা যাঁরা সবাই না করলেও, আমরা যাঁরা নিজেদেরকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান বলে দাবী করবো, আমরা যেন চেষ্টা করি তাঁকে অনুসরণ করতে। এটাই হবে আমার নিবেদন এবং এ চেষ্টাটি কেবল অমুক ভাই এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে, অমুক নেত্রী এগিয়ে চলেন, আমরা আছি আপনার সাথে, এগুলো নয়। সত্যিকারের একটি জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে সমুন্নত করার সঠিক পথ যেন আমরা অনুসরণ করি, যেই পথ প্রদর্শন করে গেছেন মরহুম আবুল কাসেম খান। সেই পথই হবে আমাদের পথ আমাদের দেশের মাটির অপ্রতুলতার কথা বলার দরকার নেই, মানুষ এবং জমিনের যে হার, পৃথিবীতে বোধ হয় এর থেকে নীচে আর কোন দেশে নেই। ফলে এই ঘন বসতিপূর্ণ দেশে মানুষ কিভাবে বাঁচবো, সেই জন্যেই আমাদের উচিৎ তাঁকে অনুসরণ করা। সরকারের শিল্পমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনে নয়। বরং আমরা নিজেরাই এ মহা মূল্যবান মানুষটির জীবনকে জিজ্ঞাসা করে, পর্যবেক্ষণ করে, মূল্যায়ন করে যে নিহিত নিকশিত হেম খুঁজে পাবো সেই স্বর্ণের অনুপমাকে পুঁজি হিসেবে নিয়ে আমরা যেন আমাদের নিজেদের জীবন গড়তে পারি, আমাদের নিজের জীবন সভার পথেই আমাদের সমাজের জীবন গড়ে উঠবে। আমি মনে করি, ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, সেই অমর শিক্ষা রেখে গেছেন মহান ব্যক্তিত্ব, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম আবুল কাসেম খান। আমি তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম প্রাণভরা শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা সমর্পণ করবার জন্যেই আমি ভিন্ন এলাকার মানুষ হয়েও আজকে আপনাদের চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। আমি যদি বিরক্তিকর কিছু বলে থাকি, আমাকে আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। মরহুম আবুল কাসেম খান স্মৃতি জিন্দাবাদ। খোদা হাফেজ।

www.pathagar.com

ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

বাংলা একাডেমীর সাবেক পরিচালক

..... দেশে যে ২২ বছর আমার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে সে ২২ বছরে মরহুম এ কে খান, বেগম খান এবং তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র জহিরউদ্দিন খানের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মেলামেশা করার এবং তাঁদের সঙ্গে চট্টগ্রামের, দেশের উন্নয়ন মূলক সাংস্কৃতিক বেশ কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িত হবার সুযোগ আমার হয়েছে। এবং আজকে আমাদের প্রিয় শহরে তাঁর এ স্মরণ সভায়, যেটা চট্টগ্রামের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, এই স্মরণ সভায় উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছি।

মরহুম এ কে খান প্রখ্যাত এবং নিপুন শিল্পপতি ছিলেন। তিনি তারও আগে রাজনীতিতে ছিলেন, উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন অংশ গ্রহণ করেছেন, তেমনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে অনেকগুলো দিক আছে, কিন্তু সবগুলো দিকের মধ্যে আমি মনে করি তাঁর মধ্যে আমরা সবচাইতে যেটি বেশী লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে একটা সমন্বিত পুরুষ। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতি মনস্ক একজন আধুনিক ব্যক্তি। আমাদের দেশে আজকে অনেক ধনপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, অধ্যাপক, পেশাজীবী অনেকে রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়জন সত্যি সত্যি সাহিত্য চর্চা করেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের বই পড়েন? আমার মনে হয় যে আমরা তাদের সংখ্যা হাতে গুণতে পারি এবং আমরা দেখি যে ইদানীং কালে শুধুমাত্র মাঝ বয়স্কের মধ্যে নয়, আমাদের তরুন সমাজের মধ্যেও লেখা পড়ার দিকে আগ্রহ যথেষ্ট কমে গেছে। আমাদের সৌভাগ্য এই শহরে এমন একজন ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাস করে গেছেন এবং আমাদেরকে শিক্ষিত করবার চেষ্টা করে গেছেন পরোক্ষভাবে। তিনি শুধুমাত্র এই শহরের মানুষ নন, কিংবা তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশেরও নন আমি মনে করি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁর মত একজন ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখা যাবে। বাঙালী মুসলমানের বিগত ৫০ বছরের জাগরণের ইতিহাসে তারও যে একটা বিশিষ্ট অবদান রয়েছে সেটা একদিন না একদিন আমাদের ইতিহাসবিদরা উপযুক্ত ভাবে স্বীকৃতি দেবেন।

কিন্তু কিকরে এটা সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয় তার একটা বিশেষ কারণ

www.pathagar.com

রয়েছে। এই কারণটা আমি নিজে চিন্তা করে দেখেছি কয়েকবার বিশেষ করে তার মৃত্যুর পরে। কেননা, আমরা যখন কাউকে হারিয়ে ফেলি, তার পর তার সম্পর্কে কিছু খোঁজা খুঁজি করি। আমাদের অন্তরের মধ্যে তিনি কি ছিলেন, কেমন ছিলেন, কেমন করে এমন হলেন, ইত্যাদি। আমি দুটো ব্যক্তির মধ্যে তার এই উত্তর পেয়েছিলাম। আমার প্রিয় একজন লেখক আমাদের এই চট্টগ্রামেরই, যিনি অনেকটা অনাদৃত বাংলাদেশে, কিন্তু আমি মনে করি যে তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন সেরা লেখক এবং তার দুটি বই বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। সে লেখক হচ্ছেন মাহবুব-উল আলম। মাহবুব-উল আলম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা উক্তি করেছিলেন। তিনি লিখে ছিলেন-নিকটে পাহাড়ের মৌন ভাষা, অদূরে সমুদ্রের সাঁ সাঁ গর্জন, চট্টগ্রামী চরিত্রকে হাজার বৎসরের এক সহজ কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী করে গেছেন। প্রত্যেক চট্টগ্রামীর মুখে তাঁর প্রাণের একরূপ গান সব সময় বাজতে থাকে। আবদুল করিম ছিলেন এই চট্টগ্রামী চরিত্রের প্রতীক। কিন্তু আমি মনে করি শুধু আবদুল করিম নন এবং লেখক মাহবুব-উল আলম এবং মাহবুব-উল আলমের মতো আরো অনেক মনীষী বিশেষ করে শিল্পপতি, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজপতি, সমাজ সেবক এ কে খান সাহেবের সান্নিধ্যে যখন উপনীত হয়েছিলাম, তখন সর্বক্ষণ আমার মনে তার এই রূপটি প্রতিধ্বনি তুলেছিল। আমি তাঁকে এই ২২ বছরের মধ্যে অনেক পরিবেশে দেখেছি। আমার সুযোগ হয়েছিল, বিশেষ করে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু এবং এদেশের অন্যতম সেরা শিল্পী রশিদ চৌধুরী এবং তাঁর বন্ধু জহিরউদ্দিন খানের মাধ্যমে এই সমাজপতির সান্নিধ্য লাভ তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে চট্টগ্রাম নগরে শিল্পকলা ভবন যেটার নাম দিয়েছিলাম আমরা, তারপর চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ ইত্যাদি এবং তাদের শিল্পীদের রং কিনে দেওয়া, তাদের addition করা ইত্যাদি নানা কাজে আমরা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে শিল্পগুরু জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক আবুল ফজল তাঁরা ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কিন্তু একজন সাধারণ পয়সাওয়ালা ব্যক্তিতর পয়সা ছিটানোর ব্যাপার সেখানে ছিলনা। সেখানে ছিল যথার্থ সমঝদারিত্ব এবং তিনি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে শিল্পকলা, শিক্ষা, এগুলি আধুনিক মানুষের একান্ত প্রয়োজন। যেমন তিনি মনে করতেন যে শুধুমাত্র ডিগ্রী লাভ শিক্ষার শেষ কথা নয়। মানুষকে প্রতিদিনই তার নিজেকে স্বশিক্ষিত করে তুলতে হবে। এভাবে আমরা এ কে খান সাহেবকে দেখেছি। আমার আরো সৌভাগ্য হয়েছে----- ঢাকা জাতীয় যাদুঘর যখন একটি প্রজেক্ট শুরু করলেন তখন প্রফেসর সালাউদ্দিন কে আমি বলেছিলাম যে চট্টগ্রামে এরকম একজন ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁর কাছ থেকে আপনি বিগত ৪০ বছরের জীবন্ত ইতিহাস নিতে পারবেন। এবং আমি যতদুর জানি, তাঁর কাছ থেকে তাঁরা অনেকগুলো ইন্টারভিউ রেকর্ড করেছিলেন এমন কি ফিল্মও করেছিলেন। এবং সেগুলো যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এভাবে আমরা এ কে খান সাহেবকে দেখেছি। বিভিন্ন লোক

www.pathagar.com

তাঁকে দেখেছে বিভিন্ন ভাবে। বিগত ৪০ কি ৫০ বছর ধরে তিনি এদেশকে যেভাবে দিয়ে গেছেন, এদেশের মাটি রস তিনি আহরণ করেছেন, এ দেশের জলবায়ু, এদেশের আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন, কিন্তু তিনি সর্বোতভাবে আন্তর্জাতিক মানুষ ছিলেন। এবং সেই আন্তর্জাতিকতার বোধ থেকে তিনি আমাদের জন্যে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে নানাভাবে উপদেশ দিয়ে গেছেন। আমাদের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের, মন্ত্রীদের, রাজনীতিবিদদের তিনি অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তাঁর যে অবদান। আমার মনে আছে ১৯৭১ সালে মে মাসে আমি যখন মুজিবনগর অর্থাৎ কলকাতা শহরে গিয়ে উপস্থিত হলাম, হঠাৎ করে এষ্টেটমেন্ট দেখলাম যে আগামীকাল ব্রিটিশ কাউন্সিলে বুদ্ধদেব বসু ব্রিটিশ রোমান্টিক কবিদের উপর একটা প্রবন্ধ কি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। আমি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আগে পরিচিত ছিলাম। প্যারিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুতরাং আমার মনে হলযে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিৎ, আমি সেখানে গেলাম। হঠাৎ করে দেখি যে মস্ত হলের মধ্যে আরো একজন বাংলাদেশের মানুষ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় এ কে খান সাহেব। পরে বললেন, আমাকে যে এখানে দেখেছেন তা আর কাউকে বলবেননা। আমি তখন তাঁকে বললাম যে আমাকেত একজনকে বলতে হয়। কারণ আমি তখন আমার একজন আত্মীয় সহ উপস্থিত ছিলাম সেই শহরে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তাঁকে বলতে পারেন। আমি অধ্যাপক সৈযদ আলী আহসান সাহেবের কথা বলছি। তাঁর আজকে এখানে আসার কথা ছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে গত কযেকদিন ধরে প্রাস্তুতি নিচ্ছিলেন আজকে এখানে আসবেন। কিন্তু হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে যাই হোক, আমার মনে হয় যে, এ কে খান সাহেবের কথা শুধুমাত্র একটি স্মারক গ্রন্থের মধ্যে যারা লিখেছেন, তাঁরা শেষ করতে পারেননি। আজকে আমরা আরো অনেকে অনেক কথা বলছি, ভবিষ্যতে আরো অনেকে অনেক কথা বলবেন এবং এসব কথা আমরা এজন্যেই বলবো; শুধু মাত্র এ কে খানের জন্য না, তাঁর আর কিছু আসে যায়না, তিনিতো চলে গেছেন, কিন্তু যেটা আসবে যাবে, তিনি যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যে সব উত্তরাধিকারী এই হলে এবং বাইরে আছেন, তাঁদের জন্যে। আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে এবং অতি শীঘ্র একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি হতে হবে। সমগ্র বিশ্বে দীর্ঘদিন ধরে যার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা যেন পিছিয়ে যাচ্ছি। পিছুতে পিছুতে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতেও নয়, কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা শুনেছি এবং দেখেছি যে বাংলাদেশে একটি নব জাগরণ দেখা দিয়েছিল।। আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা সপ্তদশ-ষষ্টদশ শতাব্দীতে পিছিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এগুতে হবে। এবং আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই, তা হলে আমাদেরকে এ, কে, খান প্রমুখ বিশিষ্ট আমাদের যে সব স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আছেন, তাঁদের জীবন থেকে তাঁদের কর্ম থেকে, শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যে শিক্ষা আমরা জাতীয় জীবনে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারব। ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

অধ্যাপক এ.এ.রেজাউল করিম চৌধুরী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

খাইরুন নাছে মায় ইয়ান ফাউন নাছ সইয়ুদুন নাছে খাদেমুহ।

মরহুম আবুল কাসেম খানের স্মরণে আয়োজিত আজকের এ মাহফিলে আমি আমার তকরিরের শুরুতে রসুল মকবুল (দঃ) এর দুটি অমর বাণী আপনাদের সামনে পেশ করেছি।

রসুলে খোদা (দঃ)-এর এই দুটি বাণীতে মানুষের মধ্যে ভাল কে এবং নেতা কে নেতৃত্বের সংজ্ঞা এবং ভাল মানুষের সংজ্ঞা রসুলে মকবুল (দঃ) এই দুটি অমর বাণীতে পেশ করেছেন।

খায়রুন নাছে মাঁয় ইয়ান ফাউন নাছ- মানুষের মধ্যে ভালো সে, যে অপরের ভালাই করে। সইয়েদুন নাছে খাদেমুহ- মানুষের নেতা তিনি, যিনি মানুষের খেদমত করেন। আল্লাহর রসুলের এই দুটি মানদণ্ড প্রয়োগ করে আমরা মরহুম এ কে খান সাহেবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নেতৃত্বের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি।

মরহুম এ কে খান সাহেব আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অমর নাম। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে দেশ এবং দশের খেদমতে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন তাতে আমরা দেশের আপামর জনসাধারণ উপকৃত হয়েছি। দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ভাবে তাঁর এই কল্যাণধর্মী জীবন থেকে লাভবান হয়েছেন।

তিনি চট্টগ্রামের এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী হাসেল করে প্রথমে সরকারী চাকুরীতে তিনি ঢুকেছেন। সরকারী চাকুরী তাঁর মনের তেষ্টা মেটাতে পারেনি। তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেন।

রাজনীতি এবং দেশের শিল্প সম্প্রসারণের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাজনীতির মাধ্যমে তিনি উপমহাদেশে পাকিস্তান অর্জন এবং প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

গণ পরিষদের সদস্য থাকাকালে তিনি দেশের আইন প্রণয়নে সহায়ক শক্তির

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করেছেন। এবং দেশের শিল্পায়নে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। চট্টগ্রাম কেন, বাংলাদেশের কোন নাগরিক ব্যবসায়ী এই প্রাথমিক যুগে পাকিস্তানের এ ধরণের শিল্প উদ্যোগ আর কেউ গ্রহণ করেননি

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান করে তিনি অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে গেছেন। এবং শিল্প মন্ত্রী থাকাকালে তিনি প্রাইভেট সেক্টারকে যথাযথ ভাবে উৎসাহিত করে এই উন্নয়নশীল দেশকে উন্নয়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্যে অবদান রেখেছেন

মোটামুটি ভাবে তাঁর মতো শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাফল্য আমাদের চট্টগ্রামে কেন, বাংলাদেশেও খুব বেশী লোক অর্জন করতে পারেনি তিনি যেই যুগে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন সেই যুগে বহু স্কলার পণ্ডিত বৃটিশদের চাকরীতে কিংবা আমলাতন্ত্রের সীমাবদ্ধতায় জীবন কাটিয়ে দিতেন, দেশ ও দশের সেবায় তাঁরা আসেননি।

জনাব এ কে খান সাহেবকে আমি ছাত্র জীবন থেকে চিনতাম। আমার আব্বা ছিলেন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর মেম্বার আনডিভাইডেড বাংলা থেকে পরে বাংলাদেশে ও এ, কে, খান সাহেব ছিলেন গণ পরিষদের সদস্য। একই জায়গায় আমাদের বাসস্থান ছিল- ষ্ট্যাণ্ড রোডে। এ, কে, খান সাহেবও লঞ্চের ব্যবসায় করতেন, আমার আব্বাও লঞ্চের ব্যবসা করতেন দুজনেই আবার মুসলিম লীগার ছিলেন। দুজন যখন একত্রিত হন, আমি থাকতাম অপেক্ষায় এ কে খান সাহেবকে যখন আমাদের বাসায় দেখতাম, সেই সুন্দর পুরুষ, সুঠাম, সুন্দর তাঁর শারীরীক অবয়ব আমাকে আকৃষ্ট করতো আমি মাঝে মাঝে বসতাম। তাঁর বাচন ভঙ্গী, তাঁর শালীনতা, রুচিশীলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম পরবর্তীকালে জনাব এ,কে, খান সাহেবের সংযোগ ঘটে আমার সাথে। চট্টগ্রাম নাইট কলেজে যখন আমি ছিলাম, তখন তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁকে আমি এক অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেছিলাম। তিনি এসেছিলেন দয়া করে। এবং সেদিন তিনি যে বক্তৃতা রেখেছিলেন, সেইটা এখনো আমার মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি? মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য যে সৌন্দর্য আছে---- ভিতরের সৌন্দর্য, বাইরের সৌন্দর্য উভয়টাকেই প্রস্ফুটিত করার নাম শিক্ষা। এ, কে, খান সাহেব যথার্থভাবে শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। সভ্যতা, ভব্যতা, শিষ্টতা, নম্রতা সবকিছু তাঁর আদর্শ ছিল। এমন বিত্তশালী, এমন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি সাধারণ মানুষের সাথে অতি নম্র ব্যবহার করতেন তাঁর এই নম্রতা, তাঁর এই শিষ্টতা, তাঁর এই Culture তাঁর এই refinement এখনো আমার মনে পড়ে। আমরা কিছু কিছু কাজ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে করেছি। করার চেষ্টা করেছি আমি যখনই তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি, তখনই তিনি অকাতরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্য দিয়েছেন এই পিতৃ সুলভ পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আল্লাহ পাক-তাঁকে জান্নাত বখশিশ করে দিন

www.pathagar.com

ডাঃ এ, এফ, এম ইউসুফ

বিশিষ্ট চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ

------ মরহুম এ. কে. খান সাহেব একজন সুন্দর মানুষ ছিলেন তাঁর একটি সুন্দর মনও ছিল এবং সেই সুন্দর মনের অভ্যন্তরে একটা সুকুমার বৃত্তি লুকিয়েছিল তিনি নিজে সুন্দরভাবে চলতেন। তাঁর আশে পাশের পরিবেশকেও সুন্দর রাখতেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে যারা যেতো, অন্ততঃ যতটুকু সান্নিধ্য তাঁর কাছে পেতো, ততটুকু সময় তাদের মন প্রফুল্ল হয়ে থাকতো আমি এমন মানুষ খুব কম দেখেছি প্রত্যেককে তিনি এক মুহূর্তে আপন করে নিতেন এমন বিনয় ছিল তাঁর মধ্যে সে বিনয় আমরা আজকের দিনে অনুকরণ করতে পারলে অনেক লাভ হতো বলে মনে করি

তিনি একটি বড় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ভাই বোনের সংখ্যা ছিল অনেক তাঁর পিতা সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন কিন্তু খুব বড় একটা চাকরী করতেন না, যে চাকরীতে এত বড় পরিবারকে প্রতি পালন করা যায় কাজেই এ কে খান সাহেব যখন পাশ করে চাকরীতে ঢুকলেন, সেই চাকরীটা পরিবারের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু তিনি যেখানে বিয়ে করেছিলেন তাঁর শ্বশুর অত্যন্ত বড় লোক ছিলেন তিনি রেঙ্গুনের জনাব আবদুল বারী চৌধুরী সাহেব তিনি চেয়ে ছিলেন, তাঁর জামাতা রাজনীতিতে আসলে মন্ত্রী সভার সদস্য হবে, আইন সভার সদস্য হবে। কারণ তাঁর টাকা পয়সার অভাব ছিল না। সে সময় ১৯৩৬ সনে যে নির্বাচন হয় সে নির্বাচনে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর জামাতা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। কিন্তু তাঁর পিতা চেয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলে সংসারের হাল ধরুক। এই দুয়ের টানাটানির মধ্যে জনাব এ, কে, খান সাহেব পিতৃ ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখান। এক মূহুর্তও তিনি দ্বিধা করেননি তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে। তিনি চাকরীতে থেকে গেলেন। তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য। আজকের দিনে যেটা অনুকরণীয় এবং শিক্ষণীয় ব্যাপার হয়ে থাকবে। তার পরবর্তীকালে আপনারা জানেন তিনি সে চাকরী ছেড়ে দেন। যথোপযুক্ত সময়ে তিনি চাকরী ছেড়ে ব্যবসায় আসলেন। এর পরে রাজনীতিতেও আত্মনিয়োগ করেন। ব্যবসায়ে তিনি পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। এবং রাজনীতিকেও তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের একজন মন্ত্রী হিসাবে নিয়োজিত হন। কাজেই মানুষের মধ্যে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকলে যে কোন বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

www.pathagar.com

এ, কে, খান সাহেব আমাদের গর্ব ছিলেন। চট্টগ্রামে একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন, তিনি আমরা যেমন বিদেশ গেলে আমাদেরকে বড় বড় জিনিষ দেখানো হয় এটা আমাদের গৌরবের জিনিষ। তেমনি চট্টগ্রামে আজকে আমরা গৌরব করতে পারতাম। মেহমানদের আমরা নিয়ে যেতাম এ, কে, খান সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। মেহমানদেরকে তিনি মেহমানদারী করতেন। তাঁর মেহমানদারীর কথা যারা জানেন এটা শুধু চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি যাঁরা চট্টগ্রামে পদার্পন করেছেন। তাঁরা এ, কে, খান সাহেবের মেহমান হয়ে ছিলেন কোননা কোন সময়। এবং তাঁর এই মেহমানদারীতে যাঁর একটা অনন্য দান ছিল, আজকের এই স্মৃতি সভায় তাকেও যদি স্মরণ না করি তাহলে আমার কর্তব্যে অবহেলা হয়ে থাকবে। তিনি হচ্ছেন এ, কে, খান সাহেবের সুযোগ্যা সহধর্মিনী বেগম শামসুন্নাহার খান। নীরবে থেকে তিনি আমাদের জন্য যে কাজ করে গেছেন চট্টগ্রামের তথা বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করার জন্য সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁর আতিথেয়তার মাধ্যমে, সেটাও আজকের দিনে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। এ, কে, খান সাহেব একজন সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। যে মানুষের প্রত্যেকটা দিক নিয়েই আলোকপাত করা যায়। এবং অনেক সময়ের প্রয়োজন। আমি আজকে এ স্মরণ সভার যারা আয়োজন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের চট্টগ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে একটা সাজেশন রেখে আমরা বক্তব্য শেষ করতে চাই।

এটা সত্যি কথা এ, কে, খান সাহেব অছিয়ত করে গেছেন তাঁর সম্পত্তির আয়ের একটা অংশ জনকল্যাণ মূলক কাজে, শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু দেশবাসী হিসেবে, চট্টগ্রামবাসী হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে এ, কে, খান সাহেবের প্রতি যা আমাদের পালন করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। এখানে আমার একটা ক্ষুদ্র সাজেশান রাখছি, যে স্মরণ সভা কমিটিকে একটা স্থায়ী কমিটিতে রূপান্তরিত করা হোক এবং এই কমিটির মাধ্যমে আমরা যদি একটা পুরস্কারের প্রবর্তন করতে পারি যে পুরস্কার দেওয়া হবে বাংলাদেশের শিল্প ক্ষেত্রে এন্টার প্রাইজ ছোট শিল্প যা ভবিষ্যতে উন্নতি হবে। এরূপ প্রতিশ্রুতিমূলক শিল্পের উদ্যোক্তাকে বছরের পর বছর একটা পুরস্কার দেওয়ার জন্য যদি কমিটির পক্ষ থেকে এ, কে, খান সাহেবের নামে দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয়, তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তিনি যে আদর্শ যে উদ্দেশ্য বাংলাদেশের জনসাধারণকে বাংলাদেশীয়দের শিল্প উদ্যোগের জন্যে যে প্রচেষ্টা তিনি শুরু করেছিলেন, সেই প্রচেষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। আমি আশা করি আমার এই প্রস্তাবনা আপনারা যারা উদ্যোক্তা তারা গ্রহণ করবেন। এবং চট্টগ্রামবাসী হিসাবে আমরা সকলে এই দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকব। ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

আজিজুর রহমান

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমাজ সেবী
প্রাক্তন এমপি

..... এ.কে.খান সাহেব শিল্পপতি হিসেবে আমার কাছে মাননীয় নন। বিত্তশালী ব্যক্তির যদি ব্যক্তিত্ব না থাকে সে সমস্ত ব্যক্তি আমার কাছে সম্মান পেতে পারেনা, তা আমি করিওনা। এ, কে, খান সাহেবকে দিলের থেকে শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

করতাম তার চরিত্রের বৈশিষ্ট, নমনীয়তা, তার ধৈর্য, সহনশীলতার জন্য। এই সমস্ত গুনাবলীর সমন্বিত একটা ব্যক্তি Industralist in East Pakistan তৎকালে পাওয়া দুস্কর ছিল।

আমাদের দেশে শিল্পপতি বললে আমরা ঘৃণা করি। আমি মনে করি, শিল্পপতি বললে ঘৃণা করবার কোন কারণ নেই। যদি এ কে খান সাহেবের মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট, চরিত্র থাকে। শিল্পপতিরা কর্মচারীকে ঘৃণা করে, যারা শ্রম দেয় তাদেরকে ঘৃণা করে, তাদের পাওনা দেয়না। তাদের যা পাওয়ার সেটা দেয়না। এ কে খান সাহেব তার পাওনার প্রতিটি কড়ি আদায় করতেন। আর কি হয় শিল্প গড়ে উঠে একটা শিল্পের মধ্যে দিয়ে তাকে পথিকৃৎ বলা হয়েছে, এখানে সত্যিই পথিকৃৎ এ কে খান সাহেব। মুসলমানদের মধ্যে সে সময় Urdu speaking ছাড়া কোন বাঙালী শিল্পপতি ছিলেন না। It is A. K. Khan alon- উনিই একমাত্র শিল্পপতি

স্বাধীনদেশে আজ আমাদের অর্থনীতি কোথায়? আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছি, সমস্ত কিছু আজকে স্মরণ করতে হবে। আজকে যদি বলি, এটা বললে কেউ হয়ত উষ্মা প্রকাশ করবে। আমাদের যারা নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান জিয়াউর রহমান তাদের স্মরণ করা, তাদের কথা বলাকি আমাদের অন্যায় হবে।

Academic discussion is must of discussion about those people তারা কি করেছে, অন্যায় করলে জেলে যাবে, অন্যায় করলে হাজতে যাবে, যেই হোক প্রেসিডেন্ট, কিন্তু সবচেয়ে যারা আমাদের সন্মানীয় প্রেসিডেন্ট তাদের সবকেই আমাদের স্মরণ করা উচিৎ।

এ কে খান সাহেবের মতো এরকম Progressive Industrialist. এরকম সত্যিকার মুসলমান দেশে খুব কম জন্মে। আমি বর্তমানে কোন ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্টকে এভাবে দেখতে পাচ্ছিনা আমি আশা করবো তার ছেলেরা, তার বংশ ধরেরা সেরূপ হবে তাঁর আর একটা গুন ছিল। এ কে খান পরিবারে গরীব ধনী যেই হোকনা কেন এ কে খান সাহেবের কাছে আশ্রয় পায়নি এ রকম কেউ নেই। এ কে খান ফাণ্ডের ৩০ পারসেন্ট আপনাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্যে দান করেছে। সেটা আপনারা পাবেন ছেলেরা যদি না দেয় তাদের আমরা বাধ্য করবো। আমি আশা করি তার ছেলেরা অতি সরল এ কে খান সাহেবের মতো। তারা সে পাওনা জনগণের পাওনা বাবার অছিয়ত সেটা অক্ষরে অক্ষরে মানবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

ছৈয়দ আহমদুল হক

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সাবেক ডাইরেক্টর

সংসারে বড় হওয়ার গুণ এ,কে, খান সাহেবের ছিল। কেবল এলেম থাকলে বড় লোক হওয়া যায় না তাহলে আমাদের অনেক স্কুল মাষ্টারেরাও বড় লোক হতে পারতেন। কেবল ধন থাকলে কি বড় লোক হওয়া যায়? সেটা যদি হতো, আমাদের চট্টগ্রামের অনেক মুরগী ওয়ালার কাছেও অনেক টাকা পয়সা দেখেছি, তারাও বড় লোক হতে পারতো।

কেবল এলম, কেবল টাকা পয়সা দিয়া বড় লোক হওয়া যায়না। এটার Combination লাগবে এই যে গুণ, এই গুণ যার, যেটা বলা হলো। এই গুণ অনেক factor. sevral factor. এই গুণের মধ্যে একটা গুণ নয়, বহু গুণ যদি থাকে, তাকে বড়লোক বলা যায়।

মিনিস্ট্রি অব কমার্সে আমি ডাইরেক্টর ছিলাম। শিল্প এবং বানিজ্যের ব্যাপারে তাঁর সার্কুলার, তাঁর সমস্ত কিছু প্রায় জিনিষ আমি খুব আগ্রহের সাথে দেখতাম। যেখানে তিনি লেকচার দেবেন, আমি সেখানে যেতাম। শিখবার জন্য। এ,কে, খান সাহেব কি বলে শুনবার জন্য। তাঁর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় ছিল। এমন লোক আমি বাংলাদেশে আর দেখিনি আমি পলিটিসিয়ান নই আমি রাজনীতি করিনা। আমি রাজনীতি বুঝিওনা বলতে গেলে। কিন্তু শিল্প এবং বাণিজ্য নিয়ে আমি কিছু ঘাটাঘাটি করেছি। এ কে খান সাহেবের মতো মানুষ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেনি। আমি চট্টগ্রাম নয়, সমগ্র বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়কে বলব, যে আপনারা এ,কে, খান সাহেবকে ফলো করুন। মুসলমানদের পীর থাকে। যারা ফকিরী করে তাদের পীর থাকে। আমি বলবো, শিল্পপতিদের জন্য ব্যবসায়ীর

www.pathagar.com

জন্য পীর যদি কেউ থাকে তাহলে তিনি এ কে খান সাহেব। ইনি পীর, ইনি ভাই, ইন ফিলোসোফার, ইনি ফ্রেন্ড। তাঁর সঙ্গে আমি অনেক মিটিং, অনেক ফাংশনে এ্যাটেন্ড করেছি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বাংলাদেশকে তিনি জাপানের ধাঁচে, কোরিয়ার ধাঁচে গঠন করে তুলবেন। জাপান এবং কোরিয়ার সঙ্গে তিনি সব সময় তুলনা করে দেখাতেন। যাঁরা চেম্বার অব কমার্সের মিটিংয়ে এ্যাটেন্ড করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, দেখো, আমরা কোথায় পশ্চাতে পড়ে আছি।

জাপান দেখো কোথায় গেছে। কোরিয়া দেখো কোথায় গেছে। তার মানেকি? তার মানে---- তিনি চাইতেন বাংলাদেশকে তিনি জাপান এবং কোরিয়ার সমান করে গড়ে তুলতে। এই লোক কোথায়? বাংলাদেশে আমি আর একটাও দেখি নাই। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতে আমি ঘুরেছি। কিন্তু কোনখানে আমি এ,কে, খানের মতো মানুষ আর দেখিনি। আমি বলব আমাদের গর্ব; মুসলমানদের গর্ব, এলেমে বড়, টাকা পয়সায় বড়, সবক্ষেত্রে বড় এইলোক কোথায় ।এই রকমের লোক আর আপনারা কোথায় দেখেছেন। আপনার চাকরী বড়, না ব্যবসা বড়। না শিল্প করা বড়। নিশ্চয়ই শিল্প এবং ব্যবসা স্বাধীন। স্বাধীনভাবে যেখানে আমার প্রতিভাকে স্ফুরিত করতে পারি। সেটাই আমার জন্য বেহতর, সেটাই আমার জন্য বড় এবং সেটাই আমাদের এ, কে, খান সাহেব দেখিয়েছেন।

পরিশেষে, আমি কেবল এই কথা বলব, যারা মহাপুরুষ আছেন, তাদের জীবনী আমাদের আলোচনা করা দরকার, তা ফলো করা দরকার, যাতে আমরা বড় হতে পারি। এ,কে, খান সাহেব অমর।

এখানে একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলি, যারা মানুষের কল্যাণে, মানুষের প্রেমে, মানুষের সেবায় যারা প্রাণ দিয়েছে তারা জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদের মৃত্যু নাই। কোরান কালামে এরশাদ হয়েছে-তোমরা জাননা, যে আল্লার ও মানুষের সেবায় জীবন দান করেছে উনি মৃত নন।

আমাদের নুতন প্রজন্মের যারা কলেজ ভার্সিটির ছাত্র, তাঁরা এ কে খান সাহেবের জীবন অধ্যয়ন করুন। আর একটি কথা বলব, এ, কে, খান সাহেবের যে কমিটি আপনারা করেছেন, তাতে তাঁর পুর্ণ জীবনী ও বিভিন্ন দিক আলোচনা হওয়া দরকার মাঝে মাঝে সেমিনার হওয়া দরকার ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টটিতে এ,কে, খান সাহেবের নামে হল করা দরকার। এ, কে, খান সাহেবের নামে যেকোন একটা ফ্যাকাল্টি ওপেন করা দরকার। এইসব যদি করেন, তাহলে আপনারা এ কে খান সাহেবকে সত্যিকারের মর্যাদা দিলেন। এ, কে, খান সাহেবের নাম যেন রাস্তা ঘাট, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বেঁচে থাকে, সেভাবে কাজ করুণ। যাতে, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যারা আসছে, এ কে খান সাহেবের জীবনী আলোচনা করে যেন এই চাটগাঁয় হাজার হাজার এ কে খানের জন্ম হতে পারে।

www.pathagar.com

এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মীর্জা

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ সমাজ সেবী

-------- সমাজে প্রত্যেক মানুষেরই অবদান থাকে আমরা বিশ্বাস করি। কোন একটা বাগানে যেমন বিভিন্ন ধরণের ফুল থাকে, সমাজের মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের লোক থাকবে প্রত্যেকের অবদান সেখানে থাকবে। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যক্তিত্ব থাকে, যাদের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে। আজকে ওনার জীবন আমাদের নিকট জাতীয় ভাবে অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু যে জাতি তার অতীতকে চিনেনা, স্বীকৃতি দেয় না এবং সেই মোতাবেক বর্তমান বা ভবিষ্যৎকে পরিচালিত করতে চায়না, আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি সেই জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

মরহুম এ, কে, খান সম্বন্ধে যদি দু' একটা কথাও বলি তদানীন্তন প্রতিকূল প্রতিবেশে বিভাগ পূর্ব বাংলার উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছিলেন। এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান থেকে বিসিএস তথা মুন্সেফের চাকরীতে যোগদান করেছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে মাষ্টার ডিগ্রী নিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরী ত্যাগ করে উনি শিল্পায়নের জন্য মনোনিবেশ করেন। সেই হিসেবে হয়তো যদি উনি ব্যক্তিগতভাবে মুন্সেফের চাকরী বেছে নিতেন, তাহলে হয়তো পাকিস্তান আমলে সুপ্রীম কোর্টের জজ হিসাবে পদোন্নীত হতেন। কারণ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মরহুম জব্বার খান ও জাষ্টিস মুজিবুর রহমান খান মুন্সেফ থেকে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত উঠেছিলেন। সেই হিসেবে মরহুম এ, কে, খান সাহেব চাকরীকেই যদি পেশা হিসেবে বেছে নিতেন, ঐ খানেই তিনি থেকে যেতেন। এটা আমার বিশ্বাস, যে রকম মেধার অধিকারী তিনি ছিলেন, সুপ্রীম কোর্টে যেতে পারতেন। কিন্তু তদ্‌সত্বেও অনিশ্চিত একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিল্পায়নের দিকে তিনি নজর দিয়েছিলেন। এবং তদানীন্তন অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে শিল্পায়নে তাঁর ভূমিকা রেখেছেন। সমাজ সেবায় ভূমিকা রেখেছেন। শিক্ষাঙ্গনে তাঁর ভূমিকা রেখেছেন। মরহুমের জীবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক কিছু হয়েছিলেন। প্রতিটি জাতির কতকগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে, তার রাজনৈতিক স্বকীয়তা থাকে, সাহিত্যিক স্বকীয়তা থাকে এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থাকে। মরহুম এতে একজন প্রতিনিধিত্বমুলক চরিত্র ছিলেন. সেই হিসেবে নূতন প্রজন্মে যারা আসবে তাদের জন্যে আমরা মরহুমের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

www.pathagar.com

এডভোকেট আহমদ হোসেন

সাবেক সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি

মরহুম এ, কে, খানকে আমি প্রথমেই দেখি যখন আমি পটিয়ায় স্কুল ছাত্র ছিলাম ১৯৪৪ কিংবা ৪৩ সালের দিকে। সেই তখন থেকে শুরু করে আমার পেশাগত জীবনেও জনাব খান সাহেবের সার্বিক কার্যাবলী খুবই আগ্রহের সাথে নিরীক্ষণ

www.pathagar.com

করেছি। আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে একই দলের ছিলাম। সে সময় অবিভক্ত ভারতে আমাদের দ্বি-জতি তত্বের থিওরীতে পাকিস্তান সংগ্রাম খুবই তুঙ্গে ছিল। জনাব এ, কে, খান সাহেব এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং মরহুম কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বিশ্বস্ত সহদর হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে বৃটিশের দেশ অবিভক্ত ভারত পথকে পাকিস্তান হাসিল এবং স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে সফল করে ছিলেন।

স্বাধীনতাত্তোর এই দেশে জরা জীর্ণ পঙ্গু অর্থনীতি বলতে গেলে কিছুই ছিল না। বাংলা ভাগ হয়ে গেল পূর্ববঙ্গ কিছুই পেলনা। ধরতে গেলে গাছের ছায়ায় বসে অফিস চালাতে হতো সেই অবস্থা ছিল। এই অবস্থায় তিনি মনে করলেন এদেশকে যদি আর্থিকভাবে সফল করা না হয়, আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করা না হয়, তাহলে নব্য স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না। সেই জন্য তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পায়নের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর প্রতিভার মেধা আচার আচরণ, সততা, নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রভূত উন্নতি সাধন করে এদেশে উনি হাজার হাজার লোকের রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করে দেন। এবং আমাদেরকে শক্তিশালী আর্থিক দিক প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ মজবুত করেন এবং তদ্বারা আমরা আভ্যন্তরীণভাবে হাজার হাজার লোক প্রত্যেকদিন উপকার ভোগ করতেছি এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্জিত হচ্ছে। এছাড়া, তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে যথেষ্ট সংগ্রাম করেছেন। এবং তিনি সর্বদাই যদিও পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী বা এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন, সর্বদাই পূর্ব বাংলার অর্থাৎ পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়ের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে সচেষ্টা ছিলেন। তারপর তিনি শিল্প মন্ত্রী হিসেবেও এদেশের শিল্প সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

পরিশেষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি যথাসম্ভব সহায়তা ও সমর্থন দিয়েছেন। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, যে সময় তাঁর নেতৃত্বের খুবই প্রয়োজন ছিল। মরহুম এ, কে, খান আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন যখন এদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল না, অরাজকতা ছিল না। সামাজিক নৈরাজ্য ছিল না। কুল্লু নাফসিন জায়েকাতুল মাউত, ব্যক্তি মাত্রই আমাদের চলে যেতে হবে, তবে আমাদের কর্মফল, আমাদের আদর্শ আমাদের নিষ্ঠা, চরিত্র, গুণাবলী যা রেখে যাবো, সেই গুণাবলী সম্বল করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ ধরেরা তাদের নিজদের কর্মপন্থা এবং জীবন প্রণালী পরিচালিত করবে। আজকে আমি একথাই বলবো, মরহুমের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করে বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য দূর করে গণতন্ত্রের ভিত্ মজবুত করে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন সংরক্ষণে যেন সহায়তা দেন। তদ্রুপ আমি ব্যবসায়ী মহলে ও সমাজ কর্মীদেরকেও মরহুমের আদর্শ অনুসরণ অনুকরণ, করার আহবান জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

সালাউদ্দিন কাসেম খান

মরহুম এ কে খানের অন্যতম সন্তান

আমি মনে করিনি আমার পিতার স্মরণ সভায় আমার কিছু বলার সুযোগ হবে। সুযোগ যখন পেয়েছি, কিছু বলতে হয়। একজন ছেলে হিসাবে আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা শোনবার। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে

www.pathagar.com

তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁদের আমলে ব্রিটিশ আন্দোলনের মুল কারণ ছিল, মুসলমানদের জন্য একটা পৃথক আবাস ভুমি স্থাপন করা। কারণ, সে সময় তাঁদের মনে একটা ভয় ছিল, ভারতবর্ষে যদি ব্রিটিশরা মুসলমানদের আবাসভুমি প্রত্যাহার করত, তাহলে স্পেনের মতো মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আজকে ইতিহাস বোধ হয় আপনাদের সামনে। যা বাস্তবেই আপনারা লক্ষ্য করছেন।

আমার পিতা আইয়ুব খানের ক্যাবিনেটে মন্ত্রী থাকাকালে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বললেন, যদি পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবধান ঘোচানো না যায়, তাহলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ হবে খুবই অন্ধকার। এক সময় তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রী সভা থেকে ইস্তাফা দিলেন ।একজন সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ঠিক হয়েছে। তিনি জ়ওযাব দিলেন, I have joined the cabinet to serve the Country and not to serve Ayub Khan. and I would stay as long as I was able to serve the Country. মরহুম মনজুর কাদের, যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন এবং কেবিনেটে আমার পিতার কলিগ ছিলেন, তাঁর এক বন্ধুর কাছে মন্তব্য করে ছিলেন, Only two persons in the Cabinet stood up to Ayub Khan on matter of Principle, one was Justice Ibrahim and the other was A.K. Khan. আপনারা জানেন, আযুব খান যে Constitutional Ammendment প্রস্তাব করেছিলেন, এ দুজন মন্ত্রীই সে প্রস্তাব মেনে নেননি।

যখন পাকিস্তানের রাজধানী করাচী থেকে রাওয়ালপিন্ডি স্থানান্তরের প্রস্তাব হলো, তখন আমার পিতা আপত্তি তুলে বললেন যে, এর দ্বারা পুর্ব পাকিস্তানের জন সাধারণ পাকিস্তান থেকে আরো বেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তখন আইয়ুব খান জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি সাজেশান। আমার ফাদার বললেন, The Legislative Capital should be located in Dhaka and during the session of the Assembly, the central Government Should move to Dhaka and gave the examples of Australia and South Africa. এই যুক্তি আইয়ুব খান মেনে নিলেন এবং এর পরেই ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী করা হলো, যা শেরে বাংলা নগর হিসাবে আমরা জানি।

যখন পাকিস্তানের নুতন রাজধানীর নাম ইসলামাবাদ প্রস্তাব হলো, আমার পিতা আবার আপত্তি তুললেন যে, এটা চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁকে মন্ত্রী পরিষদের আর কেউ সমর্থন করবার ছিলেন না। পাকিস্তানীরা বহু কিছু নিয়ে গেছে। আমাদের চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক নামটাও নিয়ে গেছে।

আমি আজকে আর দুটো ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। পাকিস্তান কনষ্টিটিউশনাল এসেম্বলীর সময় একটি বিলের ড্রাফট বিতরণ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

আমার পিতা তা দেখে বললেন, Language could be improve. দৌলতানা রাগ করে বললেন, Can you do it? আমার ফাদার বললেন, I can try. অল্পক্ষনের মধ্যেই তিনি ইংরেজী ভাষায় সুন্দর নূতন একটা ড্রাফট পেশ করলেন। সবাই দেখে অবাক হলো, ইষ্ট বেঙ্গলের একজন ব্যবসায়ীর ইংলিশের উপর এত সুন্দর দখল আছে। খাজা নাজিমমুদ্দিন সাহেব তখন হেসে বললেন, Don't think he is only a businessman', he is a brilliant student of English and law from the Calcutta University.

আমার পিতা যখন মুন্সেফ ছিলেন, তাঁর আয় ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু তাঁকে একটা বড় পরিবার চালাতে হতো। একদা মাসের শেষে তাঁর টাকা শেষ হয়ে গেলে তাঁর সঙ্গী মুন্সেফের কাছে তিনি ৫ টাকা ধার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন, যা তিনি তাঁর পেশকার থেকে পেয়ে ছিলেন। এই ঘটনাটির কথা তিনি সব সময় আমাদের কাছে স্মরণ করতেন যে কত ত্যাগ ও পরিশ্রম করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯৪৫ সনে তিনি এ কে খান এ্যান্ড কোম্পানীর কাজ শুরু করেছিলেন একখানা অফিস ঘরে মাত্র ৫ জন লোক নিয়ে। আজকে আল্লাহর বড়ো মেহেরবাণী, তাঁর সেই প্রতিষ্ঠানে ৬ হাজারেরও বেশী কর্মচারী কাজ করেন। তিনি তাঁর শ্রমিকদেরকে বলেছিলেন, আমি সব চেয়ে বেশী খুশী হবো যেদিন আমার প্রতিষ্ঠানে ২০ হাজার লোক কাজ করবে। আল্লাহ তাঁর সে আশা পুরণ করুক।

তাঁর মৃত্যুর মাস দুয়েক আগে ঢাকার বাসভবনে অশ্রু সজল চোখে তিনি আমাকে বললেন, বাবা আমি আর বেশীদিন বাঁচবোনা। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া মাগি, আল্লাহ যেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেন আমি এই দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য মানুষের জন্য আর একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে যেতে পারি।

আমি তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললাম যে আমার দাদার মতো তাঁরও হায়াত ইনশাল্লাহ বৃদ্ধিপাবে।

অতঃপর আমি যখন চট্টগ্রামে রওয়ানা দিলাম, তিনি আমাকে কিছু টাকা দিলেন আর বললেন, পারিবারিক গোরস্তানকে তুমি যেয়ে ঠিক করো। আর মোহরাতে আমার যে বাড়ীটি আছে, তাও ঠিক করার ব্যবস্থা করো। তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাষটি যে এতো কম সময়ে সত্যে পরিণত হবে, তা আমি ধারণাও করতে পারিনি।

পরিশেষে, যাঁরা আজকের এই স্মৃতি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং এই সম্মেলনে ঢাকা ও রাজশাহী থেকে আগত মেহমানবৃন্দ সহ চট্টগ্রামবাসী যাঁরা আমার পিতাকে স্মরণ করেছেন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে, সমাজসেবী হিসেবে ও শিল্পপতি হিসেবে——— আমি আমার তরফ থেকে এবং আমার পরিবারবর্গের তরফ থেকে তাঁদেরকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

হেলাল হুমায়ুন

সদস্যসচিব

এ, কে, খান নাগরিক স্মরণ সভা কমিটি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ার অন্যতম কীর্তিমান কারিগর, দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও রাজনীতির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জনাব এ, কে, খান গত ৩১শে মার্চ, ১৯৯১ইং ৮৬ বছরের পরিণত বয়সে ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রামের এক সফল ও সার্থক কৃতি ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের সকলেরই পরম গর্ব ও শ্রদ্ধার পাত্র।

তাঁর কর্মময় সমগ্র জীবনের প্রতি দৃকপাত করলে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কি চাকুরী ক্ষেত্রে, কি শিল্প বাণিজ্যে, কি রাজনৈতিক অঙ্গনে আর কি সমাজ সেবায় সবটাই ছিল আশ্চর্য রকমের প্রতিভাদীপ্ত ও সুপরিকল্পিত। বৃটিশ সরকারের অধীনে স্বল্পকালীন মুন্সেফের চাকুরীতে তাঁর ন্যায়পরায়নতা ও সৎসাহস, ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠায় তাঁর পারদর্শীতা ও অক্লান্ত শ্রম, রাজনৈতিক জীবনে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পায়নে তাঁর দুরদর্শীতা ও সে বিষয়ে তৎকালীন পশ্চিমা শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান ও অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার এবং সর্বশেষ জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে মৃত্যুর একদিন মাত্র পূর্বে নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থার লভ্যাংশের ৩০% ভাগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণে উইল করে যাবার বিষয়টি ভবিষ্যত প্রজেন্মর কাছে গল্পের মতোই শোনাবে। মরহুম এ, কে, খানের সঙ্গে আর দশজন রাজনীতিবিদ সমাজ সেবীর মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, তিনি ব্যাষ্টির কল্যাণে নয়, সমষ্টির তথা গোটা দেশ ও জাতির কল্যাণেই তাঁর সমগ্র জীবনটাকে উৎসর্গ করে গেছেন।

আমাদের প্রাণপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন এই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোকাহত ও বিচলিত আমরা তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে একটি

www.pathagar.com

নাগরিক স্মরণ সভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিই এবং যথারীতি প্রস্তুতি সভা আহবান করে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করি যে কমিটিতে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ইত্যাকার প্রতিটি পেশাজীবীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

গঠিত এই আহবায়ক কমিটির উদ্যোগে গত ১০ই মে মরহুম এ, কে, খানের নাগরিক স্মরণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রস্তুতির মাঝপথে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছেদ পড়ে। চট্টগ্রামের স্মরণকালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের তান্ডবলীলায় জান-মালের অকল্পনীয় ক্ষয় ক্ষতির প্রেক্ষিতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠানের বাধ্যতামূলক বিলম্ব ঘটে।

আহবায়ক কমিটি আজকের এই মহতী স্মরণ সভাকে উপলক্ষ করে মরহুম এ, কে, খানের উপর তিন শতাধিক পৃষ্ঠার একটি সুশোভন স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে। গ্রন্থটিতে মরহুম এ, কে, খানের জাতীয় উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখি এবং তাঁর সম্পর্কে তাঁর নিকটজন ও অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রবন্ধাবলী এবং এ্যালবামের চিত্রাবলীতে তাঁর কর্মবহুল জবীনের অনেক কিছু উঠে এসেছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমান কম্পিউটার যুগে ব্যয়বহুল এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশে অর্থনৈতিক ও আনুষঙ্গিক অপরাপর বিভিন্ন ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য সহযোগিতার উদার হস্ত সম্প্রসারণ করেছেন কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ প্রসঙ্গে মুল্যবান বিভিন্ন দলিলপত্র ও ছবি ইত্যাদি সরবরাহ করে এবং আর্থিক বিপুল ব্যয়ের ব্যাপারে মরহুম এ, কে, খানের সুযোগ্য পুত্র জনাব এ, এম, জহির উদ্দিনস খান, বিশেষ করে জনাব সালাহউদ্দিন কাসেম খান যে উদার হস্ত সম্প্রসারণ করেছেন, সে জন্যে তাঁদের দু'জন সহ খান পরিবার সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এছাড়াও, অত্যন্ত সীমিত সময়ের মধ্যে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার বহু তথ্য ও তত্ব সমৃদ্ধ এ মুল্যবান স্মারক গ্রনথটির সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যাপারে রাত দিনের অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করে আমাদেরকে ঋণী করেছেন অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক নুর মোহাম্মদ রফিক, জনাব আ, স, ম, শাহরিয়ার, জনাব মোসতাক খন্দকার। তাঁদের প্রতিও জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া স্মরণ সভার আলোচক ও বক্তা এবং সুধীবৃন্দের প্রতিও আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে গভীর কৃতজ্ঞকা প্রকাশ করছি।

আজকের এই মহতী নাগরিক স্মরণ সভায় সুধী আলোচকদের ঋদ্ধ আলোচনা এবং প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি দেশের আগামী প্রজন্মের গবেণার বিষয়বস্তু হলে ও তাদের কল্যাণকর অগ্রযাত্রার পথ প্রদর্শক হলেই আমাদের এই উদ্যোগ আয়োজন ও শ্রম সার্থক হবে মনে করি।

www.pathagar.com

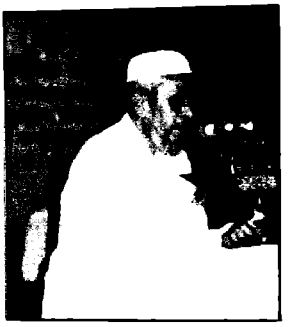

এডভোকেট বদিউল আলম

সভাপতির ভাষণ

আজকের এই মহতী নাগরিক স্মরণ সভায় ঢাকা ও রাজশাহী থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব এবং অন্যান্যরা যে কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্য পেশের মাধ্যমে মরহুম এ, কে, খানের মূল্যায়ন করেছেন তার জন্যে কমিটির তরফ থেকে আমি সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

চট্টলার কৃতি সন্তান বরেণ্য শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী মরহুম এ, কে, খানের স্মৃতি আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়, যদিও তার সব কিছুই সত্য।

বার্মার রাজধানী রেংগুনে জাহাজ ভর্তি বরযাত্রী নিয়ে তথায় চট্টগ্রামের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী আবদুল বারী চৌধুরীর কন্যার বিয়ের কাহিনী শুনেছি ছোট কালে বার্মা প্রবাসী প্রতিবেশীদের মুখে। শুনে মনে হতো যেন তা রূপ কথার রাজপুত্র ও রাজ কন্যার কথা।

গত বছর চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণের আপনজন আবুল কাশেম খান

www.pathagar.com

সাহেবের ইন্তেকাল সবাইকে শোকাহত করেছে। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে মরহুমের জানাজায় এত অধিক লোকের অংশ গ্রহণে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মানের একজন রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব যা আমাদের অনুন্নত দেশে বিরল।

সাবেক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে চট্টগ্রামে আসলে সার্কিট হাউসে অভ্যর্থনা সভায় তৎকালীন মৌলিক বা বুনিয়াদি গনতন্ত্রের ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে আমিও উপস্থিত ছিলাম। খান সাহেব সতর্কতার সাথে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের গতি ধারা অব্যাহত রেখে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার তাগিদ দেন। আওয়ামী লীগের"ছয়দফা" আন্দোলনের প্রাক্কালে দুরদৃষ্টি সম্পন্ন সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য নিরসনের দ্বারা পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার নিমিত্তে পূর্ব পাকিস্তানের চারটি বিভাগকে প্রদেশে রূপান্তরিত করে প্যারিটি রক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন।

রাজনীতিতে আমরা তাঁকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে দেখিনি কোনদিন। তাঁর সহজ সরল জীবনে "অতি" বলে কিছুর স্থান ছিল না। যা ছিল তা মাপা মাপা, দাম্ভিকতা ও অহংকারের কিছুই দেখিনি।
গুণী ও জ্ঞানীজনদের তিনি সমাদর করতেন। বছর দশেক আগে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মৃত্যু বার্ষিকীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি মৌলানা সাহেবের লেখা পুস্তকাবলী সংরক্ষণে এগিয়ে আসার জন্য বুদ্ধিজীবীদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এবং প্রয়োজনে তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

তিনি মুসলিম নারী সমাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। খান সাহেবের বড় কন্যার জামাতা এম, আর, সিদ্দিকী সাহেব ছিলেন ষাট দশকে আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি। আমি ছিলাম সহ–সভাপতি। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার কথা শুনলে খান সাহেব কি যেন ভাবতেন।

বাংলাদেশের মত অসংখ্য বেকারের দেশে অর্থহীন জৌলুশে ও অকারণ অনুষ্ঠানাদিতে অর্থের অপচয় না করে বহুমুখী শিল্প স্থাপনে হাজার হাজার লোকের কর্ম সংস্থানের যে অগ্রণী ভূমিকা জাতীয়তাবাদী নেতা খান সাহেব গ্রহণ করেছিলেন তা এদেশের লোকের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আল্লাহ্তালা চিরনিদ্রায় শায়িত খান সাহেব ও বেগম খান সাহেবাকে জান্নাতবাসী করুন।

পরিশেষে, দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলার সঙ্গে এবং গভীর আন্তরিকতা সহকারে আজকের স্মরণ সভায় উপস্থিত সকলের প্রতি আমি সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

এক সৎ সুন্দর সাহসী মানবের পোর্ট্রেটঃ এ, কে, খান

অভীক ওসমান

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এক সাংস্কৃতিক সমাবেশে তাঁকে আমি প্রথম ও সর্বশেষ দেখি। তখন তাঁর দীপ্তি প্রায়ই নিঃশেষিত। জীবনের সংগ্রাম ও সাফল্যে নিষাদ এক ব্যক্তিত্ব এ, কে, খান। তাঁর মৃত্যুর পর জেনেছি, তিনি ছিলেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। আশ্চর্য হয়েছি, অনুশোচনা ও ক্ষোভ জন্মেছে আমাদের এই প্রজন্মকে কত কম জানতে দেয়া হচ্ছে। সর্বসাধারণ্যে যেটা অধিক প্রচারিত সেটা হচ্ছে এ, কে, খান উপমহাদেশের শিল্পোদ্যোগে বাঙ্গালী পথিকৃত।

www.pathagar.com

কিন্তু এ, কে, খানের আরো বহু বিচিত্র পরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে তাঁর পরিচয় পাওয়া গেল 'এ, কে, খান স্মারক গ্রন্থ' নামক সম্প্রতি প্রকাশিত এক অভিজাত প্রকাশনার মাধ্যমে। একে খানের পূর্বাপর জীবনই হচ্ছে এক সৎ সুন্দর, সাহসী মানবের পোর্ট্রেট।

ছাত্র জীবন থেকেই এ, কে, খান ছিলেন মেধাবী। বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ শামসউল হক তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন "এই প্রতিভাবান, সুদর্শন, মিষ্টভাষী, সমাজ সচেতন তরুণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর বন্ধু মহল স্বভাবতই বিশেষ আশাবাদী ছিলেন।" সুন্দরকে পরম স্রষ্টা ভালোবাসেন, কারণ স্রষ্টা নিজে সুন্দর। এ, কে, খানের সুন্দর চরিত্রের সাথে সাহস যুক্ত হয়ে তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পুরুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলম একটি ঘটনার কথা বলছেন, "শ্বেতাংগটির নাম ছিল কটাম। তিনি একদেশ-কর্মীকে প্রহার করিয়া বসেন। কাসেম খানের কোর্টে ক্ষতিপূরণের এক মোকদ্দমা আনেন। বৃটিশ আমলে কালায় ধলায় মোকদ্দমা বাধিলে---- কালার সুবিচার পাওয়া প্রথম দিকে এক রূপ অসম্ভব ছিল। কথিত আছে ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত শত্রুতা বাধিলে জজ স্যার এলিজা ইম্পে মহারাজ নন্দ কুমারের ফাঁসীর আদেশ দেন। মহারাজার বিরুদ্ধে সাক্ষী ছিল জনৈক কামালুদ্দিন। সে অবশেষে মহারাজার পক্ষ অবলম্বন করিতে সংকল্প করে। তখন সাক্ষ্যের মোড় ঘুরাইয়া দিবার জন্য ঘোষণা করে যে সে যাহা কিছু শুনিয়াছে সবই ছিল স্বপ্নে, বাস্তবে কিছুই ঘটে নাই ।কিন্তু জজ ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি মহারাজাকে ঠিকই শাস্তি দেন। রায়ে নাকি মন্তব্য করেনঃ এই দেশটি অত্যন্ত গরম। অনেক সময় বাস্তবকে স্বপ্ন মনে হয়। কামালুদ্দিনেরও তাহাই মনে হইয়াছে। ঐতিহ্যে পুষ্ঠ বিচার-পদ্ধতিতে দেশীহাকিমের পক্ষে শ্বেতাংগ আসামীর ন্যায্য বিচার করিয়া তাহার শাস্তি বিধান সহজ কাজ ছিল না। এই দুরূহ কার্য সমাপন করিয়া যাঁহারা ন্যায় বিচারকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাহাদের একজন 'আবুল কাশেম খান।

বলা যায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সৎ নির্ভীক অথচ নিঃসংগ বাংগালী যুবক যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা কল্পনাতীত। তার এই চরিত্রের দৃঢ়তায় তিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মাহবুব-উল-আলম এর প্রবন্ধে আরো উল্লেখ রয়েছে, "তাহার বিশ্লেষণী ক্ষমতা চমৎকার। তিনি প্রেগমেটিস্ট বা প্রয়োগবাদী। চিন্তাকে কার্যে রূপ দিতে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে।"

এ, কে, খান রাজনীতিবিদ ছিলেন, মুসলিম লীগ করতেন। কেন জানি আমার মনে হয়েছে তিনি ঠিক বর্তমান রাজনীতিবিদদের মতো ছিলেন না। তিনি পাকিস্তানের শিল্প, পূর্ত, সেচ, বিদ্যুৎ ও খনিজ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য তাঁর

www.pathagar.com

চোখে ধরা পড়ে এবং সব সময় বাংগালী তার, একটি স্বতন্ত্রবোধ তাকে তাড়িত করেছে। মির্জা নুরুল হুদা পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির কর্মকান্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে' অর্থনীতি সমিতির ক্রিয়াকর্মে পুর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদেরই প্রাধান্য ছিল, পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকরা ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখেন নাই, Dhaka group of Economics বলে তারা এদের প্রশংসা ও বিদ্রুপ দু'টোই করতেন। এ, কে, খান মানসিকভাবে এই গ্রুপকে সমর্থন করতেন । এডভোকেট বদিউল আলম পাকিস্তানের মন্ত্রী হিসেবে এ, কে, খানের চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অভ্যর্থনার জবাবে ভাষণে "আওয়ামীলীগের ছয় দফা" আন্দোলনের প্রাক্কালে দুরদৃষ্টি সম্পন্ন সাবেক পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য নিরসনের দ্বারা পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার নিমিত্তে পুর্ব পাকিস্তানের চারটি বিভাগকে প্রদেশে রূপান্তরিত করে প্যারিটি রক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন।

পরবর্তীতে এই সমুজ্জ্বল দেশপ্রেমই এ, কে, খানকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সংগঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য করে। "একাত্তর সালে কেন দেশ ত্যাগ করলাম" শীর্ষক এ, কে, খানের স্বরচিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমি কিছুতেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই বর্বর অত্যাচার সমর্থন করতে পারতাম না এবং ইতিমধ্যে নিজেকে আর পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতে পরিচয় দিতে হবে না বলেও আশা করেছিলাম।
পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনীর সামনে মাত্র দু'টো পথ খোলা আছেঃ একটি হলো আত্মসমর্পন করে নিজেদের জান বাঁচানো, অন্যটি বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখন থেকে এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র পঞ্চদশ খন্ড পৃঃ- ১৯১ তে দেখা যায়, জিয়ার পঠিত ইংরেজী ঘোষণাটি লিখেছিলেন মরহুম এ, কে, খান। ডাঃএ, এফ, এম, ইউসুফ-এর মতে "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি এবং তাঁর পরিবার যে ত্যাগ করেছেন তা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। আমি এমন কোন শিল্পপতি ব্যবসায়ীর কথা জানিনা যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সুচনালগ্ন থেকে নিজ পরিবার নিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিশে দেশের সীমানা অতিক্রম করে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, যিনি আপন ভাই ও দুই ভ্রাতুস্পুত্রকে হানাদার বাহিনীর হাতে হারিয়েছেন, যাঁর জামাত। মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সংগঠক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচর্যার কাজ করেছেন। যাঁর সন্তানেরা স্বদেশে এবং বিদেশে মুক্তিযুদ্ধে কোন না কোন অবদান রেখেছেন, যিনি তার বুদ্ধি, মেধা, অভিজ্ঞতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সহকর্মী এবং সহযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন সে ক্লান্তি লগ্নে।"

দেশ স্বাধীন হবার পর এ, কে, খান বলেছিলেন, এবার যুদ্ধ বিধ্বস্থ বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

গড়ে তুলতে হবে এবং সেজন্য বহুগুণ পরিশ্রম করতে হবে। তিনি নিজেও এর জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

এ, কে, খানের যে প্রধান পরিচয় এই জনপদের শিল্পায়নে তিনি পথিকৃত ব্যক্তিত্ব। এটা বহুলআলোচিত। তবুও আমরা দু' একটা দিক আলোচনা করতে চাই। গ্রন্থের 'সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে', "এ, কে, খানই প্রথম বাংলাদেশী মুসলমান যিনি এতদঞ্চলে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে এগিয়ে আসলেন'। মাহবুব-উল-আলম লিখেছেন, পাকিস্তানের উন্নয়নে 'ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটে'র ধারণা আবুল কাসেম খানের মস্ত বড় দান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় গবেষণা সংস্থার মতে, এ, কে, খানের তদবীরের মাধ্যমে দেশে বাংগালী মালিকানায় প্রথম ব্যাংক 'ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক' স্থাপিত হয়। এ, কে, খান-এর নিজস্ব ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা দর্শন রহিয়াছে- অনেক ব্যবস্থাপনা বিশারদ তাহা মানিবেন না হয়তো। কিন্তু তিনি মনে করেন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মালিককে নিজেই সকল সময় শিল্প কেন্দ্রে হাজির থাকিতে হইবে। দুরে বসিয়া শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা করা যায়---- একমাত্র এ, কে, খান মানিতে রাজী নন। কারখানায় তিনি বেশী সময় কাটাইতে পছন্দ করেন। তাহার মতে, উৎপাদনের দিকটাই হইল সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। তাঁহার শিল্পে তিনি মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা ও সদ্ভাবের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।" সৈয়দ আহমদুল হক বলেছেন, জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৯৮৮) 'দক্ষিণ ভারতে বাজার ও বাজার জাতকরণ' নামক পুস্তকে আমার এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই পুস্তকটি হীরুর্সি ইর্সিহারার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকটিতে দক্ষিণ ভারত ও বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রসিদ্ধ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে। টাটাকে ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হিসাবে দেখান হইয়াছে। বাংলাদেশে এ, কে, খানকে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হিসাবে প্রথম স্থানে, গুল বখশ ভুইয়াকে দ্বিতীয় স্থানে এবং জহিরুল্ল ইসলামকে তৃতীয় স্থানে দেখান হইয়াছে। এই জরিপটি বেশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চালান হইয়াছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বলেছেন, শিল্পায়নে Individed Enterprise বা ব্যাষ্টিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আজ কাল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যে সুলভতা আমরা লক্ষ্য করছি চল্লিশ/পঞ্চাশের দশকে তা তত সহজ ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে এ, কে, খান এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন যে দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে যদি সমাজকে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে পুঁজির সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ, কে, খানের সকল সফলশিল্প স্থাপনের পিছনে এই ভাবনার পরিচয় রয়েছে।

এবারে এ, কে, খানের জীবনের দু' একটি গৌণ দিকের কথা বলবো।এতে তার জীবনের পিতৃভক্ত দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় ।ডাঃ ইউসুফের মতে', ১৯৩৬সনে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে ফটিকছড়ি,

www.pathagar.com

হাটহাজারী, রাউজান এলাকা থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁর শ্বশুর জনাব আবদুল বারী চৌধুরী জনাব খানকে চাকুরী ছেড়ে রাজধানীতে যোগদান সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি রেংগুন থেকে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য বহুসংখ্যক সাইকেল-ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে স্বয়ং চট্টগ্রাম চলে আসেন। কিন্তু জনাব খানের পিতা বড় ছেলে হিসেবে তার পারিবারিক দায়িত্বের প্রেক্ষিতে তাঁকে রাজনীতিতে যোগদানের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। কিছু মাত্র দ্বিধা না করে জনাব খান পিতার নির্দেশ মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অপারগতার কথা তাঁর শ্বশুরকে জানিয়ে দেন। নিরাশ ও ক্ষুব্ধ চৌধুরী সাহেব সাইকেল-ঘোড়া আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে রেংগুনে ফিরে যান। আজকের দিনে ক'জন এতবড় প্রলোভনের সামনে পিতৃভক্তি দেখাবেন তা ভাবনার বিষয়। ১৯৫৮সালে সামরিক আইন জারির পর আয়ুব খান যখন জনাব এ, কে, খানকে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানান তখনও তাঁর পিতার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাতে সম্মতি দেননি'।

মঈনুল আলম লিখেছেন, '১৯৮৬ সালে' চট্টগ্রাম শত নাগরিক কমিটি' গঠনের জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন অগ্রাধিকার সনদ পত্র তৈয়ার করে প্রথমেই গেলাম তাঁর কাছে। সনদ ভাল করে পড়লেন। সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, 'তোমরা এগিয়ে যাও।' সবিনয়ে বললাম, সনদের নীচে বিসমিল্লাহ করে প্রথম স্বাক্ষরটি আপনি করুন।

একটু চুপ থেকে এ, কে, খান বললেন, 'জীবনে আমি এমন কোথাও স্বাক্ষর করিনি, যার পুরা দায়িত্ব আমি নিতে পারিনি। যেটাতেই স্বাক্ষর করেছি তার পুরা দায়িত্ব আমি নিয়েছি। তোমার এটাতে স্বাক্ষর করবো না এই জন্য যে, এটার পুরা দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না। ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘে ভয় পায়। এটার হয়তঃ ওরা অন্য অর্থ করতে পারে। তবে তোমরা এগিয়ে যাও। চিটাগাং-এর জন্য কিছু করতে হবে।" এতক্ষণ আমরা এ, কে, খান স্বারক গ্রন্থের ১ম পর্বের আলোচনা করলাম। উপরে উদ্বৃত লেখক ছাড়াও এতে লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আবদুল করিম, ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) হাবিবুর রহমান, এডভোকেট আহমদ হোসেন, হেলাল হুমায়ুন, কাজী রশীদ উদ্দিন আহমদ, মোস্তফা হোসেন, এস, এম, শোয়েব খান। ইংরেজীতে লিখেছেন, কে, এ, হক, নুর আহমদ চেয়ারম্যান, সালাউদ্দিন কাসেম খান। কবিতা রচনা করেছেন, এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী।

দু'একজনের লেখা খুবই দুর্বল, তথ্যহীন। শুধুমাত্র নাম সংযুক্ত করার জন্য কি তাদের লেখা এই ব্যয় বহুল প্রকাশনায় স্থান পেয়েছে।

২য় পর্বে রয়েছে এ কে খানের নিজের লেখা ও সাক্ষাৎকার। যেমন-কর্মই ধর্ম, মৌলিক চাহিদা, আমাদের সত্যিকারের শত্রু কে? রাজনীতি, শ্রমিক-মালিক, কৃষি প্রসংগ, যোগাযোগ, সামাজিক ন্যায় বিচার, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, নিজেও

www.pathagar.com

বাঁচি পরকেও বাঁচতে দিই, একাত্তর সালে কেন দেশ ত্যাগ করলাম, দেশের উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা, প্রবাসীদের অর্থ শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে (সাক্ষাৎকার)। এসব লেখায় প্রধানতঃ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এই মহান ব্যক্তিত্বের মৌলিক চিন্তা প্রসূত। আমি মনে করি এসব লেখার উপর আরো বিস্তারিত আলোচনা ও গবেষণা হওয়া দরকার। এ প্রসংগে আমি এ কে, খান স্মারক গ্রন্থের প্রকাশক এ, কে, খান নাগরিক স্মরণসভা কমিটি, এ, কে, খান ফাউন্ডেশন এর প্রতি প্রস্তাব রাখবো মরহুমের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা হোক। আমাদের দেশে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিকদের কিশোর পাঠোপযোগী জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু শিল্পোদ্যোক্তা কর্মী পুরুষের তেমন জীবনীগ্রন্থ নেই।

ছোটদের এ, কে, খান নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়া হোক। যাতে এই জাতির আগামীর উত্তরাধিকার অনুপ্রেরণা পাবে।

এই গ্রন্থের শুরুতে অধ্যাপক কাজী আজিজ উদ্দিন আহমদ কৃত এ কে খান-এর পূর্বপুরুষ মরহামত খান এর বংশতালিকা ও সাংবাদিক জনাব নূর মোহাম্মদ রফিকের মরনোত্তর মূল্যায়ন এবং গ্রন্থের শেষে এ কে খান-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র সম্বলিত এ্যালবাম অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সংযোজন।

'জীবন মানুষ পায়মাত্র একবার'। এই মহান জীবন দর্শন এ কে খান জানতেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তকে তিনি মুল্যবান বলে জানতেন। এ কে খান তার ব্যক্তিগত ডাইরীতে লিখেছেন', তুমি ৫ এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং সালে ৮৬ বৎসর বয়সে পৌঁছালে।

সুতরাং তোমার নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে যে, তোমার হাতে সময় অতি অল্প। সবকিছু বিবেচনা করে তোমার হাতে যে অল্প সময় রয়েছে তার অতি সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য।

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডীকে উপলব্ধি করেছেন। এই বাংগালী কর্ম পুরুষ কবির সেই জীবনোপলব্ধি তার ডাইরীতে লিখেছেন কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষরে, সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে। এখন আমাদের লহ করুণা করে। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। আমারি সোনার ধানে গিয়েছে সে ভরী। সম্পদ ও সম্ভাবনা সব ফেলে মৃত্যু এ, কে, খানকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে।

এ কে খান স্মারক গ্রন্থের মতো একটি অভিজাত প্রকাশনা আমাদের উপহার দেবার জন্য এর সম্পাদক জনাব হেলাল হুমায়ুন ও সহযোগিদের ধন্যবাদ। এ কে খান স্মারক ছাড়াও তারা ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ও কবি ইসমাইল হিলালীর উপর কাজ করেছেন। তাদের এই প্রবাহমান কর্মপ্রচেষ্টাকে সবার স্বর্তঃস্ফূর্তভাবে স্বীকৃতি দেয়া দরকার।

www.pathagar.com

একান্ত অনুভবে

এম, এম, আলম

শতাব্দীর ফুল হয়ে বিকশিত হয়েছিল একদিন, কিন্তু প্রাকৃতিক চিরন্তন নিয়মে তা ঝরে গেল যথারীতি ৩১শে মার্চ ১৯৯১। চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের এক কৃতীমান পুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ, কে, খান সকলের মায়া মমতার পাশ কাটিয়ে চির বিদার নিয়ে চলে গেলেন। শোকাহত আমরা, আমাদের দেশের শিল্পের অগ্রদূত বলে চিহ্নিত শ্রদ্ধেয় এ, কে, খান মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলো শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।

এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। অসাধারণ মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার ছায়ায় তিনি দেশের সাধারণ মানুষের সেবা করার ব্রত নিয়ে ছিলেন। মৃত্যুর অল্প কিছু দিন আগে এই মহান ব্যক্তিটি উচ্চারণ করেছিলেন, যদি তাকে দিয়ে মানুষের খেদমত করার সুযোগ আর না থাকে তা হলে আল্লাহ যেন তাকে পৃথিবীর আলো হাওয়া থেকে চির দিনের জন্য তুলে নেন। একমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা এবং আল্লাহর অপার মেহেরবাণী পেয়ে ধন্য হয়েছেন যারা তাদের পক্ষেই সম্ভব এতটা মনের জোর নিয়ে কথা বলা। বাস্তবে তাই হলো। প্রথমে স্ত্রী মরহুমা শামসুন নাহার খান গত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৯১ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চির বিদায় নিলেন। ঠিক এর দুই মাস তিন দিন পরই খান পরিবারে নেমে আসে চরম শোকের ছায়া।

www.pathagar.com

এ, কে, খান শিল্প গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও এ দেশের প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী মরহুম এ, কে, খান দেশের মানুষের কাছে একটি অবিস্মরণীয় নাম হিসাবে চির অম্লান হয়ে থাকবেন। এই শিল্প গোষ্ঠির হাজার হাজার শ্রমজীবি মানুষের কাছে তিনি অক্ষয় অমর হয়ে থাকবেন স্মৃতির পাতায়।

মরহুম এ, কে, খান সাহেবের মৃত্যু সংবাদে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল তার আশ্রিত এই খেটে খাওয়া মানুষগুলো যা কিনা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন। তিনি ছিলেন এদের সকলের একান্ত আপনজন। মৃত্যু সংবাদ টেলিভিশনের রাত আটটার খবরে প্রচারিত হওয়ার পর পরই এ, কে, খান টেক্সটাইল ও জুট মিলের হাজার হাজার শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের সে বুক ফাটা আর্তনাদ, প্রিয়জন হারানোর মর্ম ব্যথা বেদনার চিত্র সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল।

তাঁকে অতি কাছে থেকে স্বচক্ষে আমার দেখার সুযোগ হ'য়েছিল বলেই এটা দৃঢ় চিত্তে বলছি, মরহুম এ, কে, খান সাহেব এসব মানুষগুলোকে ভালবেসে তাদের জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে কোন এক সময়ে তাদের হৃদয়ের মনি কোঠায় স্থান করে নিয়েছিলেন বলেই তারা তাকে অমরত্বের দাবীদার করতে চেয়েছে। দেশের প্রায় সকল নামী-দামী, জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় মরহুম খান সাহেবের জীবনী আলোচিত হয়েছে, সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি এবং সেখানে তার কর্ম বহুল জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

আমার স্বল্প সময়ে এই শিল্প গোষ্ঠীর সাথে পরিচয় সূত্রে কিছু কথা মনের কোনে জমে উঠায় এই মহান হৃদয়বান মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সামান্য দু'কলম লিখতে প্রয়াসী হয়েছি। যদিও জানি এই স্বল্প পরিসরে তাকে নিয়ে কিছু লেখা একটা বিরাট কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তবু সাহসী হয়েছি অনেকটা হৃদয়ের টানে।

একটা লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে চিহ্নিত দেশ দরদী ও রাজনীতিবিদ মরহুম এ, কে, ফজলুল হক ও মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওর্য়াদীর দুটি ছবি দুই পাশে রেখে সম্ভবতঃ তিনি তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাতে অনুসৃত হয়ে শত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও সে সময়ে বাঙ্গালী সত্তাকে হৃদয়ের গহনে ধারণ করে তিল তিল করে এদেশের মেহনতী মানুষের খেটে খাওয়ার পথকে সুগম করতে চেয়েছেন, তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকদের সাথে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে। তাই আজ তিনি এক ঐতিহ্য মণ্ডিত ইতিহাস।

মরহুমের লাশ চট্টগ্রামে দাফন কাফন হবে এই ঘোষণা যখন জানা গেল তখন লক্ষ্য করা গেল আরেক দৃশ্য। সারা রাত ধরে অনেকের চোখের পানি। প্রিয়জন

www.pathagar.com

হারা এই দুখী খেটে খাওয়া মানুষগুলোর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না তখন। শেষ বারের মতো তাদের প্রাণপ্রিয় মানুষটির মরদেহ কখন তারা দেখবে তাই ভোর না হতেই অগণিত মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। বাংলাদেশ বিমান ঢাকা থেকে যখন কফিন বক্সটি নিয়ে চট্টগ্রাম এসে পৌছায়, শ্রমিক নেতৃবর্গ এক যোগে ঘোষণা দিয়েছেন দুপুরের জানাজায় শরীক হতে তারা 'শোক মিছিল' নিয়ে লালদিঘীর ময়দানে সমবেত হবেন শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে। ট্রাক, বাস, লঞ্চ কিংবা অন্য কোন যানবাহনে চড়ে নয়, উত্তর কট্টলী থেকে লালদিঘীর ময়দান প্রায় ৫ মাইল পথ রোজা রেখে পায়ে হেঁটে চৈত্রের খর-তাপকে অগ্রাহ্য করে তারা হাজারে হাজারে শরীক হয়েছে তাদের একদা সুখ দুখের সাথী প্রাণপ্রিয় মানবদরদী চেয়ারম্যান মরহুম এ, কে, খান সাহেবের জানাজায়। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। শ্রমিক নেতৃবর্গের মাঝে যে আকুল আর্তনাদ সেদিন ফুটে উঠেছিল তার মূলে ছিল ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, নইলে এ দৃশ্যের অবতারণা হতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের সুশৃঙ্খল শোক মিছিল ও কবরে পুষ্পাঞ্জলী অর্পন এক প্রাণ স্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা করে যা মনকে দারুনভাবে নাড়া দেয়।

মরহুম খান সাহেবের সংস্পর্শে থেকে ২০/৩০ বছর তাঁর অধীনে চাকুরী করেছেন এমন বেশ কিছু মানুষের কাছে তাদের তাৎক্ষণিক মানবিক অবস্থার কথা জানতে গিয়ে শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছি তারা মরহুম খান সাহেবের তিরোধানে নিজেদের অসহায় বোধ করছেন। মরহুমের কাছ থেকে তারা কর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়নতা শিখেছেন, কাজে বা দায়িত্বে ফাঁকি দেওয়ার কথা তাদের চিন্তার বাইরে ছিল বলে জানায়। মরহুমের উদার ও দয়ালু মনের কাছে তাদের যেন কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় অনেক সফলতার চাবিকাঠি। তাদের অনেকের বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মানবিক কারণে বলতে গেলে বসিয়ে বসিয়ে মাস শেষে বেতন দেওয়া হচ্ছে। শুধু অতীত চাকুরীর রেকর্ড এর কথা মনে করে এবং ফেলে আসা দিনের সুখ স্মৃতির কথা স্মরণ করে হয়তো তাদের দুরে ঠেলে দিতে পারেননি এটাই ধরে নেয়া যায়। এ যেন কতকটা তাদের সততা ও কর্মনিষ্ঠার প্রতিদান প্রাপ্তি। এই না হলে এত মনের মানুষ হওয়া যায়? এদেশের আরো অনেক শিল্পপতি রয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই, মরহুম এ, কে, খান সাহেবের শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক যে স্বাতন্ত্র পাণ্ডিত্য ছিল এটা তাকে তার অন্যান্য গুণাগুণের সাথে মিশে আরো মহিমান্বিত করে তুলেছিল।

আমরা মরহুম এ, কে, খান সাহেব ও তাঁর বিদুষী পত্নী মরহুমা শামসুন নাহার খানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। সেই সাথে শোক সন্তপ্ত খান পরিবারের প্রতি আমাদেরগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি। আরো প্রার্থনা জানাই, মরহুম এ, কে খান সাহেবেব উত্তর সুরী হিসাবে তাঁর সুযোগ্য সন্তানেরা দেশ জাতির প্রয়োজনে অগণিত মানুষের ভালবাসা আর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে মানব কল্যাণে অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

www.pathagar.com

চিত্রে এ, কে, খান নাগরিক স্মরণ সভা

স্মরণ সভার এক পর্যায়ে মঞ্চে উপবিষ্ট মেহমানদের মধ্যে 'এ, কে, খান স্মারক গ্রন্থ' অর্পণ করছেন স্মারক গ্রন্থ সম্পাদক জনাব হেলাল হুমায়ুন

www.pathagar.com

স্মরণ সভায় উপস্থিত বিশাল সুধী সমাবেশের একাংশ

www.pathagar.com

স্মরণ সভা শেষে মরহুম এ, কে, খানের রূহের মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করছেন মঞ্চে উপবিষ্ট মেহমানবৃন্দ

৫ ঘনটা স্থায়ী স্মরণ সভা শেষ এখন ঘরে ফেরার পালা। হর্ষোৎফুল্ল সবাই এ, কে, খান স্মারক গ্রন্থ হাতে নিয়ে শেষ বারের মতো কুশল বিনিময় করছেন একে অন্যের সঙ্গে।

www.pathagar.com

এ, কে, খান স্মারক গ্রন্থ সমালোচনা

www.pathagar.com

এ, কে, খানঃ এক অনন্য আধুনিকের স্মরন

মাহমুদ শাহ কোরেশী

পাক্ষিক 'পালাবদলে'র উপদেষ্টা মিতা আল মাহমুদের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিয়মিতভাবে কিছু লিখতে। ফরাশি সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্ব সংস্কৃতির নানা রূপান্তরের খবর সম্বলিত নিবন্ধাদি লিখবো এটাই সাব্যস্ত হয় কিন্তু ইতোমধ্যে একটি দেশজ বিষয় আমার বিবেচনাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে।

www.pathagar.com

বিষয়টির সূত্রপাত চট্টগ্রামে, এ, কে, খানকে নিবেদিত নাগরিক স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ এবং এতদোপলক্ষে প্রকাশিত 'এ, কে, খান স্মরক গ্রন্থ'–পাঠে। এ এক অভিজ্ঞতা বটে।

অতীতের প্রতি অনীহা, উত্তরাধিকারকে অবহেলা যে–জাতির বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারই একাংশ কীভাবে এই সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং এহেন প্রকাশনা উপহার দিতে পেরেছে, তা ভবিষ্যতের গবেষক হয়তো খুঁজে বের করবেন। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা থেকে রাত আটটা অবধি মুসলিম ইনস্টিটিউট হল ভর্তি করে, বারান্দা করিডোরে দাঁড়িয়ে যে অগুণিত মানুষ প্রয়াত শিল্পপতির গুণকীর্তন শুনেছেন, তা কিসের প্রত্যাশায়? সাম্প্রতিক দৈন্য হতাশা থেকে উত্তরণের অভিপ্রায়ে নয় কি? সমাবেশের সংমিশ্রণও কি আশ্চর্য। প্রায় সব ক'টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক, প্রশাসক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, চাকুরে, ধর্মগুরু, সাধারণ শিক্ষিত মানুষ এককথায় চট্টগ্রামের 'এলিৎ আঁতেলেকতুয়েলের' প্রায় সর্বাংশ। ঢাকা থেকে বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, সাবেক উপাচার্য মোহাম্মদ আলী, 'হলিডে' খ্যাত এ, জেড এম, এনায়েতুল্লাহ্ খান, সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, কবি ইশারাফ হোসেন, রাজশাহী থেকে অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী, ডঃ মহিবুল্লাহ এতে শরীক হন। চট্টগ্রাম থেকে বক্তৃতা করেন এডভোকেট বদিউল আলম (সভাপতি), শিল্পপতি সৈয়দ আহমদুল হক, শিক্ষাবিদ এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী, রাজনীতিবিদ ডাঃ এ, এফ, এম, ইউসুফ ও আজিজুর রহমান, এডভোকেট আহমদ হোসেন, ব্যারিস্টার শামসুদ্দিন আহমদ মীর্জা, সাংবাদিক হেলাল হুমায়ুন (স্মারক গ্রন্থ সম্পাদক) এবং এ, কে, খান তনয় এম, জহিরুদ্দিন ও সালাহউদ্দিন। ৯ তারিখের দৈনিক পূর্বকোণ ও দৈনিক আজাদী মোটামুটি গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছে স্মরণ সভার রিপোর্ট। ঢাকার কাগজে ১০ তারিখে খুবই সংক্ষিপ্ত সংবাদ বের হতে শুরু হয়েছে।

আগেই বলেছি, স্মরণ সভা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে A. K. Khan In Memoriam/এ কে খান স্মরক গ্রন্থঃ অত্যন্ত সুদৃশ্য, কম্পিউটার কম্পোজে ছাপা, বহুচিত্র সম্বলিত এই প্রায়–দ্বিভাষিক মূল্যবান গ্রন্থটির প্রকাশকবৃন্দ অবশ্যই আমাদের ধন্যবার্দাহ হবেন (৮, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম, মূল্য ২০০/১৫০)। এতে এ. কে. খান সম্পর্কিত স্মৃতি চারণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ এবং মুহাম্মদ শামসউল হক, জে, এ, হক, মির্জা নুরুল হুদা, সৈয়দ আলী আহসান, আব্দুল করিম, মঈনুল আলম, হাবিবুর রহমান, কাজী রশীদ উদ্দীন, মোস্তফা হোসেন, এস, এম, শোয়েব খান প্রমুখ। তাছাড়া জীবনপঞ্জী এবং অন্যান্য তথ্য সম্বলিত কিছু রচনা সংকলিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। এবার দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে মরহুম এ, কে খানের প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার। শিরোনামগুলোতেই বোঝা যাবে তার বক্তব্যঃ কর্মই ধর্ম, মৌলিক চাহিদা,

www.pathagar.com

আমাদের সত্যিকারের শত্রু কে? রাজনীতি, শ্রমিক-মালিক, কৃষি প্রসঙ্গ, যোগাযোগ, সামাজিক ন্যায় বিচার, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, নিজেও বাঁচি পরকেও বাঁচতে দিই, একাত্তর সালে কেন দেশত্যাগ করলাম, দেশের উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা, প্রবাসীদের অর্থ শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে খান সাহেবের পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য (১৯৪৭-৫৪) রূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী (মূল ইংরেজী, তর্জমা) এবং ইংরেজিতে ১৯৬২-র সংবিধানের কথার মন্তব্য। চতুর্থ পর্বে এলবাম অধ্যায়ে প্রায় ৮০ খানা ছবি।

এই তো খুব সংক্ষেপে সেই স্মরণসভা ও স্মারকগ্রন্থের বিবরণ, এই ঐতিহ্যসূত্রে যে দুটি সাংস্কৃতিক উপহার লাভে আমরা ধন্য হলাম তার তাৎক্ষণিক তাৎপর্য অনুকরণ অবশ্য খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছু কাল। আজকের প্রজন্ম কি জানেন কে এই এ. কে. খান? নাম শুনেছেন, কাগজে পড়েছেন অথবা তাঁর ডজনখানেক শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখেছেন হয়তো। অথচ তিরিশের দশক থেকে প্রায় কিংবদন্তীস্বরূপ ছিলেন প্রান্তিক প্রদেশের মেধাবী মানুষটি? খুব দুর্লভ দৃষ্টান্ত ঐ এক হুমায়ুন কবিরের নাম আমরা শুনি, ফরিদপুরের ছেলে। তেমনি চট্টগ্রামের কিশোর কাশেম খান। মোহরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই সন্তান ফতেয়াবাদ স্কুল, চট্টগ্রাম কলেজ, প্রেসীডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মেধার উপযুক্ত রেখেছেন বৈ কি! সম্মান ও স্নাতকোত্তোর পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন ইংরেজী সাহিত্য ও আইনে। কর্মজীবনেও এই সৌভাগ্য ক'জনের? কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের 'জুনিয়ার'-রূপে। বি, সি, এস, পরীক্ষায় প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে বরিশালে মুন্সেফ, ১৯৩৫ সালে।

এসময়ে জাতীয় অধ্যাপক শামসউল হক সাহেব তাঁর আদর্শদীপ্ত সমাজ-সচেতন মনোভাব এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা দেখে মুগ্ধ হন। বিচারকের দায়িত্বে দেশী জমাদারকে প্রহারের জন্য তিনি শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপারকে শাস্তি দিয়েছিলেন। দুঃসাহসের ক্ষেত্রে প্রথম ইতিহাস-সৃষ্টি। চাকুরী ও বিবাহিত জীবনের ন' বছর পর শ্বশুর-আরেক কিংবদন্তীর মানুষ আব্দুল বারী চৌধুরীর প্রভাবে নেমে পড়েন ব্যবসার জগতে। রাজনীতিতেও খুব সত্বর সুনামের সঙ্গে এগিয়ে যান। উপমহাদেশের উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে তাঁর রয়েছে বিশিষ্ট অবদান। ছ'বছরের অধিককাল তিনি ছিলেন গণপরিষদ সদস্য, তবে শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছেন তা হলো শিল্পোদ্যোক্তা রূপে। ১৯৫০-৫১ সালে তিনি যখন প্রথম দেশলাই বের করলেন তখন গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল এদেশের মানুষের। এরপর বস্ত্রকল, পাটকল ও আরো কত কিছু। পশ্চিম পাকিস্তানীদের আর্থিক শোষণ বন্ধ, বৈষম্য দুরীকরণের প্রয়াস এবং আরো অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনে নানা ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর তিনি, মন্ত্রীরূপে।

www.pathagar.com

আমরা জেনেছি, আইউব খান যখন তাঁকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের আহবান জানান তখন তিনি শর্ত আরোপ করেন দু'টো। প্রথমত, তিনি কি কি বিষয়ে দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন এবং কে কে হবেন তাঁর সহকর্মী। দ্বিতীয়ত, তাঁর পিতার অনুমতি। অতি সজ্জন সদালাপী, সৌম্যও কান্তিমান মানুষটির চরিত্রে ছিলো এক আশ্চর্য দাঢ্য। এখনো একথা অনেকে জানেন না যে, আমাদের স্বাধীনতার বহুশ্রুত একটি ঘোষণার মূল কথাগুলো তাঁরই কলমের।

এভাবে তার গুণাবলীর গাথা গেয়ে শেষ করা যাবে না। 'স্মারকগ্রন্থ' ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রয়োজন আছে। আত্মবিস্মৃত, বিশৃংখল জাতির জীবনে যারা যথার্থ দীক্ষা গুরুর ভূমিকা পালন করতে পারেন তেমনি কর্মযোগী ছিলেন এ কে খান। আমার সৌভাগ্য হয়েছে প্রথম তাঁকে চাক্ষুস করার–১৯৪৮ সালে জিন্নাহর জনসভায়। ১৯৫৯ সালে লালদীঘি পাড়ে গ্রন্থাগারে তরুণ অধ্যাপক আহমদ ফরিদ ও আমি যখন Young mens Muslims Association প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁকে প্রধান অতিথি রূপে নিয়ে আসি, তখন। পরে ১৯৬৯ সাল থেকে শিল্পী রশীদ চৌধুরী সহ চট্টগ্রাম কলাভবন, চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্রদের সাহায্যকল্পে তাঁর সঙ্গে ঘটে ফলপ্রসু যোগাযোগ। স্যার এ. এফ. রহমান হলের প্রভোস্ট থাকাকালীন আমি তাঁকে প্রধান অতিথিরূপে নিয়ে আসি বার্ষিক ভোজসভায়। অধ্যাপক আবুল ফজল তখন উপাচার্য। ফরাশি দেশের একযুগ ব্যাপী সংস্কৃতি মন্ত্রী, প্রখ্যাত লেখক আঁদ্রে মারলো যখন (১৯৭৩) চট্টগ্রাম সফরে আসেন প্রায় আড়াই ঘন্টা তাঁর বাসভবনে কাটান, উপলক্ষ মধ্যাহ্ন ভোজন। এর মধ্যে দুই মনীষীর একটি ঘন্টা কাটে শুধু 'বাংলাদেশের সমস্যা' বিষয়ক একান্ত আলোচনায়। খান সাহেবের 'স্টাডি' তে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম দোভাষীরূপে আমি। বিবিধ বিষয়ে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার প্রগাঢ় পরিচয় আমি সেবারই প্রথম লাভ করি। বলাবাহুল্য বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি মনীষীটিও অভিভূত হয়েছিলেন। জনাব এ কে খান (৫ই এপ্রিল ১৯০৫–৩১ মার্চ ১৯৯১) যেমন ছিলেন সম্পন্ন মানুষ, তেমনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন, সৎ ও পরিশ্রমী। সাহিত্য ও শিল্পে তাঁর আগ্রহ ছিলো প্রবল। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে একদা কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলে তাঁকে দেখলাম তন্ময় হয়ে 'ইংলিশ রোমান্টিক কবিতা' বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতা শুনতে। বস্তুতঃ পেশাগত সাফল্যের প্রতিভূ এ, কে, খান আমার কাছে প্রধানত ও সংস্কৃতিমনস্ক এক আধুনিক মানুষ। সমাজ জীবনের যাবতীয় চাহিদা পূরণে যেমন ছিলো তাঁর সতর্ক দৃষ্টি, তেমনি আমাদের আধুনিক করে তোলার ব্যাপারেও তাঁর ছিলো ঐকান্তিক আগ্রহ। জাতীয় জাগরণের বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস তাঁর অবদান অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

পাক্ষিক পালাবদলঃ ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৫–৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

www.pathagar.com

Telling Tributes

A.K. Khan; In Memoriam Edited by Helal Humayun
Published by: A.K. Khan Citizen
Remembrance Committee.
8. Nawab Sirajuddowla Road
Chittagong.
Reviewed by Dr. Shabbir Ahmed

A.K. Khan In Memoriam deserves to be called an outstanding publication in its own right. Its merit seems to have been well commensurated with the noble soul to whom it is dedicated. None indeed, can afford to overlook the list that covers as many as 21 contributors of whom a good many are eminent scholars and academicians of international repute along with a host of professionals renowned at home and abroad. Needless to say similar commemoratives already stand a long overdue for a good number of these age-old contributors themselves.

Thus the volume presents itself with a panorama of tributes, homages, deeds and documents and certain deliberation of the departed soul himself making the total contents refreshingly splendid and exciting for all readers, ardent or ordinary.

As a matter of fact, A.K. Khan was one of the very few illustrious sons of the soil, who lived an ideal life of profound success enjoying for long his paramount achievements in full, He belongs to the genre of those self-built personalia who earned life-long fortune and everlasting fame after death. Countless were those close to him to enjoy his company and very many were to be benefited around him, as his all out attainments added much to the human bequeathal for the public good and prosperity. People at large are his beneficiaries knowingly which so vast is the number of his admirers in appreciation and acknowledgement.

But his magnificent personality remains to be more and more understood with increasing valure-judgements towards which

www.pathagar.com

the present book may be treated as a preamble. Mr. K.A. Hoq's reference to the Constrains' after Independence, deserves detailed study and assessment as he observes_"Mr, Khan had made up his mind on a formula of compromise based on parity of representation from each wing of the country. The formula which ultimately came to prevail and was known as the Muhammad Ali Formula; was originally mooted by Mr. Khan". Prof. Huda's reflection on Disparity' may open a fresh discussion in keeping with the Contextual develoments.

The most brilliant article pertinent to the capital contribution of A.K. Khan, was the product of Sayed Ahmedul Hoq who ably grasped the tempo and temperament of the industrial, magnate in charge of 'Industries, and power resources (1958-62).' In the same thread Salahuddin Kasem Khan's accounts are squarely illuminating and illustrative of the manifold talents of his beloved father.

Prof. Rezaul Karim's elegy 'Marane jibane' (in life and death) is an in-depth account of a life worth living with and without bounds. His robust expression of utilitarian enterprise of the subject, is resonant in the symphony of reverberating commotions of living in transit towards live sublime.

Beside personal remembrance of his associates, journalistic reports, Helal Humayun's in particular seems to have added to the much needed information in its primary setting, in the arena of manysided discussion, Syed Ali Ahsan's is oriented towards outlining the aesthetic attainments a rare quality-trail of character to make him so great, Certain essays and parliamentary deliberations of A.K. Khan that found place herein are doubtless, of astounding value, while his 'Comments on 1962 constitution' is a rare specimen of serious scholarship.

The present volume (316 pages) contains a number of valuable sketches and 82 pieces of photo album set in chronological order, which is apt to be termed as a documented catalogue of socio political life for as many as three regimes British, Pakistan and Bangladesh as well.

I solemnly wish the departed soul eternal bliss and perfect rest and cherish whole-heartedly the widest circulation of the book with maximum benefit thereof, for the people in general.

THE DAILY STAR/ November, 15, 1991

www.pathagar.com

বই আলোচনাঃ

শাহাবুদ্দিন নাগরী

এ, কে খান স্মারক গ্রন্থ ,সম্পাদকঃ হেলাল হুমায়ুন

মরহুম এ কে খান ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব; দেশের শিল্প বাণিজ্য ও রাজনীতির অংগনে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক। কর্মময় জীবনের গতিধারায় তিনি পরিচয় রেখেছেন তাঁর সততার, তাঁর অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠার। ব্রিটিশ শাসকের অধীনে তিনি ১৯৩৫ সালে মুন্সেফের চাকরিতে যোগদান করেছিলেন, ১৯৫৮ সালে চার বছরের জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে পালন করেছিলেন গৌরবময় ভূমিকা। সমাজহিতৈষী এ, কে,খান ৮৬ বৎসর বয়সে গত ৩১শে মার্চ ১৯৯১ ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

এই বিশাল ব্যক্তিত্বের ইন্তেকালে চট্টগ্রামের এ কে খান নাগরিক স্মরণসভা কমিটি তাঁর স্মরণসভা উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে। ৩২০ পৃষ্ঠার এই স্মরক গ্রন্থটিকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছেঃ এ কে খান সম্পর্কিত লেখালেখি, এ, কে খানের নিজের লেখা ও সাক্ষাৎকার, এ কে, খানের বক্তৃতাবলী মতামত এবং সর্বশেষে ৫০ পৃষ্ঠার একটি ফটো-অ্যালবাম। গ্রন্থের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নওয়াজ শরীফের শোকবাণী মুদ্রিত হয়েছে। মরহুম এ কে খানের বিশাল কর্মময় জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে লিখেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ শামসউল হক, পাকিস্তানের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে এ হক, সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট মির্জা নুরুল হুদা, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ও ইতিহাসবিদ ডঃ আবদুল করিম, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আহমদুল হক, রাজনীতিবিদ ডাঃ এ, এফ, এম ইউসুফ, সাংবাদিক মঈনুল আলম, শিল্পপতি সালাহউদ্দিন কাসেম খান, ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) হাবিবুর রহমান, প্রবীণ আইনজীবী এ, কে, খান নাগরিক স্মরণসভা কমিটির আহবায়ক এডভোকেট বদিউল আলম, এডভোকেট আহমদ হোসেন, প্রখ্যাত সাংবাদিক হেলাল হুমায়ুন, সাংবাদিক কাজী রশিদ উদ্দিন, জনাব মোস্তফা হোসেন, সাংবাদিক এস, এম, শোয়েব খান, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী সহ আরো অনেকে।

মরহুম এ, কে খানের যে সকল লেখা এ স্মারক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো। শিরোনামগুলো হচ্ছেঃ কর্মই ধর্ম, মৌলিক চাহিদা, আমাদের সত্যিকারের শত্রু কে; রাজনীতি, শ্রমিক মালিক, কৃষি প্রসঙ্গ; যোগাযোগ, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, নিজেও বাঁচি পরকেও বাঁচতে দিই, একাত্তর সালে কেন দেশত্যাগ করলাম, দেশের উননয়নে ক্ষুদ্রশিল্পের ভুমিকা, প্রবাসীদের অর্থ শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ইত্যাদি।

সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছেঃ 'জনাব এ কে খানের জীবনে চিত্ত ও বিত্তের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল ।তাই দেখ। যায়, তিনি যথেষ্ট বিত্তের অধিকারী হওয়া সত্বেও চিত্তের ঔদার্য, রুচিবোধ, সত্যানিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহাকে বির্সজন দেননি কিংবা কোনরকম অসততা, ঔদ্ধত্য বা উচ্ছৃংখলাকে প্রশ্রয় দেননি। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর শিল্প বাণিজ্যের লভ্যাংশের ৩০ শতাংশ জনগণের ধর্ম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য ওয়াকফ করে গেছেন।' আদর্শিক জীবনের অধিকারী মরহুম এ কে খানের মৃত্যুতে প্রকাশিত এ স্মারক গ্রন্থ ইতিহাসের অনেক অধ্যায় ধারণ করে আছে।

চট্টগ্রামে থেকে প্রকাশিত ও হেলাল হুমায়ুন সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থটি কম্পিউটার কম্পোজে সুমুদ্রিত ও ল্যামিনেটেড কভারের বাঁধাই স্মারক গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোহাম্মদ তোয়াহা।

দৈনিক বাংলা/১১ ই অক্টোবর, ১৯৯১

www.pathagar.com

স্মরণের আবরণে

কাজী মহীউদ্দীন আহমদ

মরহুম এ, কে, খান বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অহংকার, বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনীতির অংগনের একটি অবিস্মরণীয় নাম। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন তিনি অত্যন্ত গঠনমুলক ভূমিকা পালন করে গেছেন, তেমনি শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও রেখে গেছেন সাহসী পথিকৃতের অবদান। গড়ারই কর্মসাধনা ছিল তাঁর, ধ্বংসের নয়। এজন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষন করতে পেরেছিলেন।

এ মহান ব্যক্তিত্বের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ, কে, খান নাগরিক স্মরণ সভা কমিটি, চট্টগ্রাম গত ৮ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় মুসলিম হলে এক বিরাট স্মরণ সভার আয়োজন করে এবং এই সমৃদ্ধ স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করে। বস্তুতঃ গুণী ব্যক্তিদের গুণ ও কীর্তির কথা স্মরণ করার মাধ্যমেই সমাজে গুণী লোক জনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে জাতির অতীত ঐতিহ্যের গৌরব স্মরণ করার দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার নির্মাণের প্রেরণা ও শক্তি লাভ করা যায়।

শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ, কে, খানের অবদান তুলে ধরার

www.pathagar.com

জন্যই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ হয়েছে। এ স্মারক গ্রন্থটিকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে এ, কে, খানের জীবন পঞ্জী ও তাঁর সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা, দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে এ, কে, খানের নিজস্ব লেখা, তৃতীয় পর্বে তাঁর ভাষন ও অভিমতের সংকলন এবং চতুর্থ পর্বে তাঁর বহু আকর্ষনীয় ছবির এ্যালবাম। এ বিরাট গ্রন্থটিকে এরূপ সুন্দরভাবে সজ্জিত করার নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথম পর্বে জীবনপঞ্জীতে এ, কে, খানের সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। জীবন পঞ্জীর ফাঁকে ফাঁকে এ, কে, খানের বংশ তালিকা, তাঁর লিখিত (ইংরেজীতে) তাঁর শেষ উইলপত্র মুদ্রিত হয়েছে। এসবের ঐতিহাসিক মুল্য সত্যিই অসামান্য। এ, কে, খান ছিলেন গৌড়ের মন্ত্রী সাইয়েদ শামশের খানের বংশধর। এদিক থেকে তাঁর বংশতালিকারও একটি ইতিহাসগত মুল্য রয়েছে বৈকি। এ, কে, খান সম্পর্কে যাঁদের নিবন্ধ ও স্মৃতিচারণ এতে রয়েছে তাঁরা হলেন জাতীয় অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসউল হক, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক, বাংলাদেশের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মীর্জা নুরুল হুদা, ডঃ আবদুল করিম, অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, মরহুম নুর আহমদ চেয়ারম্যান, সাহিত্যিক মরহুম মাহবুব উল আলম, সৈয়দ আহমদুল হক, ডাঃ এ, এফ, এম, ইউসুফ, সাংবাদিক মইনুল আলম, সালাহউদ্দিন কাসেম খান, ডাঃ ক্যাপ্টেন হাবিবুর রহমান, এডভোকেট বদিউল আলম, এডভোকেট আহমদ হোসেন, সাংবাদিক হেলাল হুমায়ুন, সাংবাদিক কাজী রশিদ উদ্দিন, মোস্তফা হোসেন, এ, এম, শোয়েব খান প্রমুখ। এসব লেখায় মরহুম এ, কে, খানের কর্মচঞ্চল জীবনের মেধা, কৃতিত্ব, চারিত্রিক সততা ও কর্মনিষ্ঠার কথা উঠে এসেছে। দেশের রাজনীতি ও শিল্প ক্ষেত্রের অনেক অজানা তথ্যও এতে বিধৃত হয়েছে। প্রিন্সিপাল এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরীর 'মরণে জীবনে' কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রসংগের প্রেক্ষিতে মরহুম খানের প্রতি সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ রয়েছে। বলা বাহুল্য, এটিই ছিল এ গ্রন্থের একমাত্র কবিতা।

এ পর্বে এ, কে, খানের মরণোত্তর মুল্যায়ন করা হয়েছে। এতে এ, কে, খানের মৃত্যুতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শোকবাণী ও মন্তব্যের সংকলন গ্রন্থনা করেছেন জনাব নুর মোহাম্মদ রফিক। তাছাড়া, এ পর্বে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও সংবাদের চিত্র সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা গ্রন্থের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে এ, কে, খানের লিখিত ১২টি প্রবন্ধ ও একটি সাক্ষাৎকার অংগীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে লিখিত এসব প্রবন্ধে এ, কে, খান শিল্প বাণিজ্য ও রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ও সুষ্ঠু পরামর্শ তুলে ধরেছেন যা বর্তমান প্রজন্মের জন্য দিক নির্দেশনা দিতে পারে। সাক্ষাৎকারটিতেও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে। তারঁ এসব নিবন্ধ বেশ

www.pathagar.com

সুচিন্তিত। সহজ ভাষায় তাঁর চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। মেধাবী ছাত্র ও উচ্চ শিক্ষিত এ, কে, খান আজীবন জ্ঞানচর্চা করেছেন এবং এক্ষেত্রে লেখা ও বক্তৃতায় উন্নত মনের পরিচয় দিয়েছেন।

স্মারক গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে রয়েছে এ, কে, খানের ইংরেজী ও বাংলা ভাষণ ও মতামত যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে এসব বক্তৃতা ও অভিমত দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং তৎকালে চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগ সভাপতি ও প্রাদেশিক মুসিলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তিনি বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। তখন পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি পরিষদে যেসব বক্তৃতা দেন তা তারিখ অনুযায়ী ইংরেজীতে হুবহু মুদ্রিত হয়েছে এ গ্রন্থে। অবশ্য এর মধ্যে কয়েকটি ভাষণের বংগানুবাদও প্রদত্ত হয়েছে। তদুপরি মন্ত্রী থাকাকালে ১৯৬২ সালের সংবিধান সম্পর্কে ইংরেজীতে তাঁর লিখিত দীর্ঘ মন্তব্যের অংশবিশেষও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। চতুর্থ পর্বে এ, কে, খানের পারিবারিক ছবিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর বিভিন্ন ছবি পরিবেশন করা হয়েছে ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, চীনা নেতা চৌ এন লাই, ফরাসী দার্শনিক আঁদ্রে মার্লোর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে এ, কে, খানের দুর্লভ ছবি এ স্মারক গ্রন্থের সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। সর্বোপরি এ গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবেশিত বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শোকবানী ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নেওয়াজ শরীফের শোকবাণী গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

দামীকাগজে ছাপা এ সুশোভন স্মারক গ্রন্থটির সার্বিক সৌন্দর্য সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এর ল্যামিনেশন কৃত প্রচ্ছদ চমৎকার, অংগসজ্জা ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি ছাড়া এ গ্রন্থে ছাপার ভুল তেমন নেই বললেই চলে। আমি এ স্মারক গ্রন্থটিকে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে খুব মূল্যবান মনে করি। এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমি এর সম্পাদক, সম্পাদনা সহযোগী, প্রকাশক ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যাবাদ জানাচ্ছি।

এ, কে, খান স্মারক গ্রন্থ (AK KHAN IN MEMORIAM) সম্পাদকঃ হেলাল হুমায়ুন, প্রকাশকঃ এ, কে, খান নাগরিক স্মরণ সভা কমিটি, চট্টগ্রাম, মুদ্রকঃ প্রিজম, চট্টগ্রাম প্রচ্ছদশিল্পী ঃ মোহাম্মদ তোয়াহা, স্কেচ শিল্পীঃ মোমিন উদ্দিন খালেদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০।

দৈনিক আজাদী ১৮ই অক্টোবর, ১৯৯১

www.pathagar.com

এ, কে, খান

ইচ্ছাশক্তি, সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বাংলাদেশের শিল্পায়নে এ, কে, খানকে পথিকৃত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা আজ জাতির জন্য অনুকরণীয়। মুসলিম হলের চারদিনের অনুষ্ঠানের শেষ দিনের অনুষ্ঠানে এ, কে, খান নাগরিক স্মরণ সভায় বক্তাগণ উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। এড্‌ভোকেট বদিউল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নাগরিক স্মরণ সভায় বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। "অতীতের প্রতি অনীহা, উত্তরাধিকারকে অবহেলা যে জাতির বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এহেন প্রকাশনা উপহার দিতে পেরেছে তা ভবিষ্যতের গবেষক হয়তো খুঁজে বের করবেন। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা থেকে রাত আটটা অবধি মুসলিম হল ভর্তি লোকে মরহুম শিল্পপতির গুণকীর্তন শুনেছেন, তা কিসের প্রত্যাশায়, এ সাম্প্রতিক দৈন্য হতাশা থেকে উত্তরণের অভিপ্রায়ে নয় কি? চট্টগ্রামের 'এলিং আঁতেলেক তুয়েলের' উপস্থিতিতে ঢাকা থেকে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, রাজশাহী থেকে সাবেক বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী এতে শরীক হন। চট্টগ্রাম থেকে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট বদিউল আলম, শিক্ষাবিদ এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী, রাজনীতিবিদ ডাঃ এ, এফ, এম, ইউসুফ, এডভোকেট আহমদ হোসেন, এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জা, হেলাল হুমায়ুন এবং এ, কে, খান তনয় জহিরুদ্দিন খান ও সালাহ উদ্দিন কাসেম খান।

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিচারপতি চৌধুরী বলেছেন, "কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে," এই মহাজন বাক্যের সার্থক জীবন্ত প্রতীক হচ্ছেন মরহুম এ, কে, খান। মরহুম এ, কে, খানকে একজন ব্যতিক্রমধর্মী এবং আদর্শ শিল্পপতি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, তাঁর মত আর কয়েকজন শিল্পোদ্যোক্তা থাকলে আমাদের দুর্দশা আরো কমত। জনাব এ, কে, খান মুন্সেফ হিসেবে কাজ করার সময় জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপারকে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কর্মজীবনের শুরু থেকে তিনি ন্যায় নিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন। চট্টগ্রামকে পুনরায় ঐতিহ্যের কাতারে ফিরিয়ে আনার আহবান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। এই নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে পথিকৃৎদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চালানোর প্রতি গুরুত্ব আরোপই ছিল এই স্মরণসভায় বক্তাদের বক্তব্যের সারাংশ সভায় মরহুম এ, কে, খানের নামে বাটালী রোডের নামকরণ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়

মরহুম এ, কে, খানের স্মরণ সভার পাশাপাশি এ, কে, খান নাগরিক স্মরণ সভা কমিটি এই মহান বিরল ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসে ধরে রাখার মতো এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ৩৩৬ পৃষ্ঠায় সমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করেছে। সাংবাদিক হেলাল হুমায়ুন সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থটির বিস্তারিত আলোচনা পৃথকভাবে করার দাবী থাকলেও এখানে কিছু আলোচনা না করে পারা যাচ্ছে না। আধুনিক অফসেট মুদ্রণে লেমিনেট করা ২ রঙের প্রচ্ছদে তাঁর ছবির ব্যবহার গ্রন্থটির আকর্ষন বৃদ্ধি করে

স্মারক গ্রন্থে হেলাল হুমায়ুন, কাজী রশিদ উদ্দিন, মোস্তফা হোসেন, এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী, শোয়েব খান প্রমুখের লেখা এবং এ পর্বে জাতীয়, স্থানীয় ও বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর মরণোত্তর মুল্যায়ন-এর প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও সংবাদ-এর কাটিং এর-অংশগুলো গ্রন্থটির মানবৃদ্ধি করেছে ২য় পর্বে মরহুমের নিজের লেখা ও সাক্ষাৎকারগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে ৩য় পর্বে মরহুম এ, কে, খানের বক্তৃতাবলী ও মতামত পর্বটি না থাকলে বইটি অপূর্ণাঙ্গ বলেই মনে হতো। আর সর্বশেষ এ্যালবাম পর্বটি দেখলেই এ, কে, খানকে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকটা দেখা হয়ে যাবে বলেই দাবী রাখে। দেশের গুণী সন্তানদের যথাযত সম্মান প্রদান ও স্মরণের এই মহতী উদ্যোগের চার দিনের অনুষ্ঠানমালায় এই আশার সঞ্চার হয়েছে যে, আমাদের আগামী প্রজন্ম অতীতের ইতিহাস জেনে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে।

সাপ্তাহিক পূর্ব দিগন্তঃ ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

www.pathagar.com

এ, কে, খান স্মৃতি পরিষদ

৮, সিরাজুদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

সভাপতি	ঃ	আল্‌হাজ্ব এডভোকেট বদিউল আলম
সহ-সভাপতি	ঃ	এডভোকেট শামসুদ্দীন আহমদ মির্জা
		এ, কে, এম, রফিক উল্লাহ চৌধুরী
		সালাহউদ্দিন কাশেম খান
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	হেলাল হুমায়ুন
দপ্তর সম্পাদক	ঃ	নূর মোহাম্মদ রফিক

সদস্যঃ এ, কে, শামসুদ্দীন খান, আল্‌হাজ্ব জাহাঙ্গীর উদ্দিন চৌধুরী, কাজী সাইফুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, জসিম উদ্দিন খান, অধ্যাপক আবদুন নূর, ইঞ্জিনিয়ার মনোওয়ার আহমদ, ডঃ শবিবর আহমদ, হাসান মাহমুদ চৌধুরী, ফয়সল জলিল চৌধুরী, ফরিদ উদ্দিন খান, ডাঃ নজিবুর রহমান, অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ, হোসাইন দিদার, মোসতাক খন্দকার, মুহাম্মদ আমীরুল ইসলাম।

উপদেষ্টা-সৈয়দ আবদুল আহাদ আল মাদানী, জনাব এ, এম, জহির উদ্দিন খান, জনাব আজিজুর রহমান, ব্যারিষ্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী, আলহাজ্ব বজলুস সাত্তার, ডাঃ এ, এফ, এম, ইউসুফ, জনাব মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, এল, কে, সিদ্দিকী, ডঃ আবদুল করিম, অধ্যক্ষ এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, মঈনুল আলম, ইউসুফ চৌধুরী, মওলানা আতিকুল্লাহ খান, ডঃ মঈনুদ্দীন আহমদ খান, সৈয়দ আহমদুল হক, এডভোকেট আমীরুল কবীর চৌধুরী, এডভোকেট নুরুল হক, এম, এ, মালেক, ইঞ্জিনিয়ার জিয়া হোসাইন, নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, ব্যারিষ্টার সালমান ইস্পাহানী, মুহাম্মদ শাহ্‌জাহান চৌধুরী, এম, নজমুল হক চৌধুরী,সৈয়দ মর্তুজা আলী ও বদরুল আলম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com